অগ্রজা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী

অমল বড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

অগ্রজা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী

অমল বড়ুয়া

Agraja

Mahaprajapati Goutami Theri

By Amal Barua

অগ্রজা
মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী
অমল বড়ুয়া

Agraja
Mahaprajapati Goutami Theri
by
Amal Barua

প্রকাশক ঃ
রিটন বড়ুয়া (চাঁদু)

প্রথম প্রকাশ ঃ
৯ মার্চ ২০১০ ইং, ২৫ ফাল্গুন ১৪১৬ বাংলা
২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ।

অলংকরণ ঃ
জি. আজম
স্বরুপ বড়ুয়া (মিশু)

মুদ্রণে ঃ
সুর্য্যসেন বড়ুয়া (শঙ্কু)
উত্তরণ প্রিন্টার্স
৪৭৮/৫০৯ বি চৌধুরী টাওয়ার (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
হ্যালো - ০১৮১৮-০০১১২৬

মূল্য ঃ ৫৫/= (পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)
$ 1.00 only.

মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী

উৎসর্গ

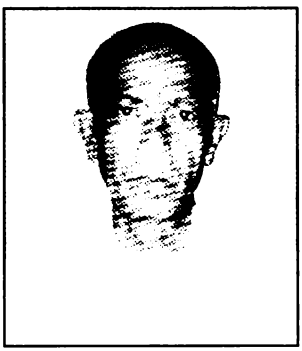

জন্ম ঃ ২৪ জুন ১৯৩৪ইং
মৃত্যু ঃ ২৪ এপ্রিল ১৯৯৯ইং

জন্ম ঃ ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৪ইং

পরলোকগত পিতৃদেব পুলিন বিহারী বড়ুয়া'র
পারলৌকিক সদ্‌গতি কামনায় ও
পরমারাধ্য স্নেহময়ী মাতৃদেবী শ্রীমতি ডলি রাণী বড়ুয়া'র
নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায়
উৎসর্গীত।

প্রকাশক
রিটন বড়ুয়া (চাঁদু)

লেখকের কথা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী রাজা শুদ্ধোধনের অগ্রমহিষী, শাক্যবংশীয় রাজমাতা, গৌতম বুদ্ধের বিমাতা, মাসী, মাতৃস্বসা, লালন-পালনকারিণী, বুদ্ধের শাসনে প্রথম ভিক্ষুণী, মহামানব তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক অগ্রজা উপাধি প্রাপ্তা, নারীদের মধ্যে প্রথম অর্হৎ মার্গফল লাভী, ঋদ্ধিমান , পুণ্যশীলা মমতাময়ী রমনী। এরুপ পুণ্যময়ী রমনীর পুত জীবন চরিত রচনা বহু আয়াস লব্দ ও দুঃসাধ্য কর্ম। তারপরও অদম্য স্পৃহা ও অবিচল শ্রদ্ধা দ্বারা তাড়িত হয়ে মহামতি মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনিন্দ্য সুন্দর জীবন ও কর্মকে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। তার এই মহৎ জীবনী সংকলনে বহু গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য অবিকল নেওয়া হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক তথ্যের যুৎসই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়নি মুলত সকল প্রকার ভুল এড়ানোর সুবিধার্থে। উক্ত গ্রন্থসমুহের লেখক, সংকলক ও অনুবাদকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

অধ্যাপক শ্রীমৎ সুমেধানন্দ থের মহোদয় ভুমিকা লিখে এই বইয়ের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন, তাই তার নিকট আমি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ হলাম। তাছাড়া আধার মানিক গোদার পাড়া নিবাসী প্রয়াত বাবু মন্টু বড়ুয়ার জৈষ্ঠ্য পুত্র শ্রদ্ধাবান দাতা বাবু রিটন বড়ুয়া (চাঁদু) এই পুস্তক প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব গ্রহন করে বুদ্ধশাসন সদ্ধর্ম হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছেন। তার কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রকাশনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিনী তিন্নি বড়ুয়া, বন্ধুবর দেবাশীষ বড়ুয়া (মিটু), বন্ধুবর ছোটন বড়ুয়া এবং বাবু সুর্য্যসেন বড়ুয়া (শঙ্কু) আমি তাদের কাছে ও ঋণী রইলাম।

পরিশেষে সকলের গঠনমুলক সমালোচনা ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

বুদ্ধের শাসন চিরজীবি হোক ।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

ইতি
অমল বড়ুয়া

ভূমিকা

নারী জাতি বিভিন্ন দিক হতে অবহেলিত। এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত। শারীরিক দিক হতে নারীর দুর্বলতার বিষয় আমরা সবাই জানি। বিশেষতঃ সকল ধর্মে নারীর স্থান পুরুষের পরে। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেই নারীকে একটু উপরে স্থান দিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে নারী শুধু মা, বোন, স্ত্রী, জীবন সঙ্গীনি, সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী তা নয়, এখানে নারী ভিক্ষুণী এবং আর্য মার্গেরও পথিক। নারীরা যে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গ ও ফল লাভ করার মাধ্যমে জীবন মুক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে। তার উদাহরন ত্রিপিটকের সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের থেরী গাথা গ্রন্থে সব চাইতে বেশী দেখা যায়। এছাড়া অনেক বৌদ্ধ উপাসিকাও এরকম প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মমুক্তির স্বাদ পেয়েছেন। মূলতঃ নারীদের ভিক্ষুণী সংঘে স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে মহাপ্রজাপতি গৌতমীরই অবদান। তাঁর এ কাজে সাথী ছিলেন পাঁচশত শাক্য রমণী এবং বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দও তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেন।

নারী জাতির অহংকার, ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্টায় বুদ্ধের সম্মতি আদায়কারী, পরবতীতে ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ট আসন প্রাপ্ত মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী'র জীবন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। অথচ এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হলেও পুর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়ার মত গুছানো কোন গ্রন্থ ইতিপুর্বে রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অতীব সুখের বিষয় বর্তমান প্রজন্মের নবীন লেখক অমল বড়ুয়া তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ত্রিপিটকান্তর্গত ও ত্রিপিটকের বাইরের বিভিন্ন গ্রন্থ রোমন্থন করে আমাদের সম্মুখে মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরীর জীবনীমূলক "অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী" গ্রন্থ উপস্থাপন করেছেন। এজন্যে তাকে সবিশেষ সাধুবাদ। ইতস্ততঃ বোধ করছি এরকম একটি গ্রন্থের ভূমিকা লেখার গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হওয়ায়।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ আসুন এবার আমরা দেখব "অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমী থেরী" গ্রন্থের কোন অধ্যায়ে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত হলো।

গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়েই লেখকের সুচতুরতার ছাপ পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ে জাতক সাহিত্যের চুল্লনন্দিক জাতক ও চুল্লধর্মপাল জাতক দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি সঙ্গতঃ কারণ কখন হতে মহাপ্রজাপতি ও বোধিসত্ত্ব মাতা-পুত্র হিসাবে জন্ম নিয়ে আসছেন এবং মাতৃভক্তির উদাহরণ কী রকম হয় তা চুল্লনন্দিক জাতক হতে জানা যায়। এ জাতকে বোধিসত্ত্ব এবং আনন্দ বানর কুলে জন্ম নিয়ে বৃদ্ধ ও অন্ধ

মায়ের প্রাণ রক্ষায় স্বীয় প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। চুল্লধর্মপাল জাতক পাঠে জানা যাবে, রাণী অপত্য স্নেহে স্বীয় পুত্র বোধিসত্ত্বকে পালন করতে গিয়ে মহাক্রোধী রাজা স্ত্রীসঙ্গ কম পেয়ে স্বীয় পুত্রকে কি নির্মমভাবে হত্যা করেন আর এ দৃশ্যে মা পুত্র স্নেহে আপন জীবন বলি দিতে কিরকম আকুতি জানাচ্ছেন এবং শেষে পুত্র হত্যার দৃশ্য দেখে মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ হয়ে মা কিভাবে মৃত্যু বরণ করেন। ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন যে, 'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে' অর্থাৎ মাতা স্বীয় গর্ভ হতে জন্ম নেয়া একমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন। এ কথাটির সার্থক প্রমাণ মিলে চুল্লধর্মপাল জাতকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পূর্ব জন্ম ও বর প্রার্থণা বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট সপ্তাহব্যাপী দান দিয়ে অগ্রজা ভিক্ষুণী হওয়ার বর প্রার্থণা, পদুমুত্তর বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী, পানি বহনকারী দাসী হয়েও স্বীয় পাঁচশত পানি বহনকারী দাসী সহচরীদের নিয়ে হিমবন্ত হতে আসা পাঁচজন প্রত্যেক বুদ্ধকে পর্ণ কুটির দান করে তিন মাস ব্যাপী তাঁদের সেবা ও চতুর প্রত্যয় দান করার বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁতী কন্যা অংশে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অতীত জন্মে তাঁতী কন্যা হিসাবে জন্ম নিয়ে পাঁচশত প্রত্যেক বুদ্ধকে যে দান দেন সে বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় বা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তিম জন্ম অংশে গৌতমীর শেষ বা অন্তিম জন্মের আদ্যপান্ত ঘটনা সুচারুরূপে গুছিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, যেমনঃ জন্ম ও বেড়ে উঠা, কপিলবাস্তু নগরী, মহামায়া দেবীর বিবাহ, মহাপ্রজাপতির বিবাহ, কুমার সিদ্ধার্থকে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর লালন পালন, বুদ্ধের কপিলবাস্তু গমন, মহাধর্মপাল জাতক ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর চীবর দান, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রব্রজ্যা প্রার্থণা, শাক্যবংশীয় রমণীগণের প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা, ভিক্ষুণী প্রথা প্রার্থণার উদ্দেশ্যে যাত্রা, ভিক্ষুণী প্রথা প্রার্থণা, আনন্দের অন্যভাবে ভিক্ষুণী প্রথা প্রার্থণা, ভিক্ষুণীর আট গুরু ধর্ম, ভিক্ষুণীর উপসম্পদা, প্রথমে নারীদের প্রব্রজ্যাদানে বুদ্ধের সম্মতি ছিলনা কেন? ধর্মের সার, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অরহত্ত্ব মার্গফল লাভ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অগ্রজা উপাধি লাভ, মহাপ্রজাপতির আয়ু সংস্কার দর্শন, বুদ্ধ সকাশে গমন, দেব-মনুষ্য সকলের ক্রন্দন, সকলের উদ্দেশ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ধর্মোপদেশ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ঋদ্ধি প্রদর্শন, মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মহাপরিনির্বাণ, বুদ্ধ নিজেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন ইত্যাদি।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তিম জন্ম অংশটি পাঠ করলে পাঠকের মনে উঁকি দেয়া মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্ম বৃত্তান্তের অনেক অজানা বিষয় জানার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হবে। লেখক অনেক আয়াস স্বীকার করে এ অংশটি গুছিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

সুপ্রিয় পাঠক ! এতক্ষণ আমি যে বিষয়টা নিয়ে উপরে আলোচনা করলাম তা লেখকের প্রশংসা করা নয়। পাঠক কোন বিষয় পাঠে কি কি ধারণা পাবেন তা উপস্থাপন করা ছিল আমার লক্ষ্য। তবে লেখক পুরো গ্রন্থটিতে আরেকটু মনোযোগ দিয়ে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করলে আরো আকর্ষিত হত বলে ধারণা পোষণ করছি।

সুপ্রিয় পাঠক ! জীবণী গ্রন্থ পাঠ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কারণ এর মাধ্যমে আলোচিত মানুষটির জীবনের সৎ গুণাবলী স্বীয় জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর স্পৃহা জাগ্রত হয়। নিজের সন্তানদেরও ঐরকম গ্রন্থ পাঠ করতে দেয়া সমীচিন। ইদানিং সময়ে এ বিষয়টির বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। সি.ডি, ডি.ভি.ডি, ডিস্ ও বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের দিকে ধাবিত হতে গিয়ে অনেক সময় ভালো গ্রন্থ ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ হতে বিরত থাকতে অনেককে দেখা যায়। এর মাধ্যমে সন্তানরা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থ মানব সন্তানদের উন্নত জীবন গঠনের স্পৃহা সৃষ্টি করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শুধু বৌদ্ধ জনসাধারণ নয় সমগ্র মানব জাতির কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতি–

অধ্যাপক সুমেধানন্দ থের
বিহারাধ্যক্ষ
ধূমারপাড়া আনন্দ বিহার,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

সূচী ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ অতীত জন্ম
১। চুল্লনন্দিক জাতক - ২ পৃষ্ঠা
২। চুল্লধর্মপাল জাতক - ৫ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পূর্ব জন্ম ও বর প্রার্থনা
১। পদুমোত্তর বুদ্ধের নিকট বর প্রার্থনা - ৮ পৃষ্ঠা
২। পানি বহনকারী দাসী - ১১ পৃষ্ঠা
৩। তাঁতী কন্যা - ১৫ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ অন্তিম জন্ম
১। জন্ম ও বেড়ে উঠা - ১৮ পৃষ্ঠা
২। কপিলাবস্তু নগরী - ২০ পৃষ্ঠা
৩। মহামায়াদেবীর বিবাহ - ২১ পৃষ্ঠা
৪। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বিবাহ - ২২ পৃষ্ঠা
৫। কুমার সিদ্ধার্থকে লালন পালন - ২৪ পৃষ্ঠা
৬। বুদ্ধের কপিলাবস্তু গমন - ২৭ পৃষ্ঠা
৭। মহাধর্মপাল জাতক ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্রোতাপত্তি মার্গফল লাভ - ২৯ পৃষ্ঠা
৮। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর চীবরদান - ৩৩ পৃষ্ঠা
৯। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রব্রজ্যা প্রার্থনা - ৩৯ পৃষ্ঠা
১০। শাক্যবংশীয় রমনীগণের প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা - ৪০ পৃষ্ঠা
১১। ভিক্ষুণী প্রথা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাত্রা - ৪২ পৃষ্ঠা
১২। ভিক্ষুণী প্রথার প্রার্থনা - ৪৩ পৃষ্ঠা
১৩। আনন্দের অন্যভাবে পুনরায় প্রার্থনা - ৪৫ পৃষ্ঠা
১৪। ভিক্ষুণীর আট গুরুধর্ম - ৪৫ পৃষ্ঠা
১৫। ভিক্ষুণীর উপসম্পদা - ৪৮ পৃষ্ঠা
১৬। নারীদের প্রব্রজ্যাদানে বুদ্ধ প্রথম অস্বীকার করেছিলেন কেন? - ৪৯ পৃষ্ঠা
১৭। ধর্মের সার - ৫০ পৃষ্ঠা
১৮। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অর্হত্ত মার্গফল লাভ - ৫১ পৃষ্ঠা
১৯। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অগ্রজা উপাধি লাভ - ৫৩ পৃষ্ঠা
২০। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর আয়ু সংস্কার দর্শন - ৫৫ পৃষ্ঠা
২১। বুদ্ধ সকাশে গমন - ৫৬ পৃষ্ঠা
২২। দেব-মনুষ্য সকলের ক্রন্দন - ৫৭ পৃষ্ঠা
২৩। সকলের উদ্দেশ্যে মহাপ্রজাপতির ধর্মদেশনা - ৫৮ পৃষ্ঠা
২৪। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ঋদ্ধি প্রদর্শন - ৬০ পৃষ্ঠা
২৫। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরিনির্বাণ - ৬২ পৃষ্ঠা
২৬। বুদ্ধ নিজেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবেন - ৬৩ পৃষ্ঠা

অতীত জন্ম

চুল্লনন্দিক জাতক

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানর যোনিতে জন্মগ্রহন করেন। তার নাম ছিল মহানন্দিক। তিনি এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লনন্দিক হিমবন্ত প্রদেশে বাস করতেন। আশি হাজার বানর তাদের অনুচর ছিল। তাদের মা ছিলেন অন্ধ। বোধিসত্ত্ব নিজে তার অন্ধমায়ের দেখা- শোনা করতেন। তারা দু' ভাই তাদের মাতাকে শয়নগুল্মে রেখে অনুচর পরিবৃত হয়ে অরণ্যে খাদ্য অন্বেষণে যেতেন এবং সুস্বাদু ফলমুল মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু, বাহকগণ মহানন্দিক ও চুল্লনন্দিকের অন্ধ বৃদ্ধা মাতাকে দিতেন না। ফলে সে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে হীণস্বাস্থ্য হয়ে পড়লেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন- "মাত; আমি প্রতিদিন তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল পাঠাই; তারপরও তুমি এত ক্ষীণ ও রোগা হয়ে গেলে, কারণ কি?" বৃদ্ধমাতা বানরী বলল-"কই বাপু; আমি তো কোন ফল পাই না।" তা শুনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন- "আমি যদি যুথ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকি, তবে মায়ের প্রাণ রক্ষা হবে না; সুতরাং যুথ ত্যাগ করে এখন হতে শুধু মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকব।"

তা ভেবে তিনি ছোট ভাই চুল্লনন্দিককে ডেকে বললেন-"ভাই, এখন থেকে তুমি যুথরক্ষার ভার নাও। আমি মায়ের সেবা করব।"

চুল্লনন্দিক বললেন- "আমি যুথরক্ষার ভার নিতে পারব না। আমিও মায়ের সেবা করব।" তারপর হতে দু'ভাই মিলে মায়ের সেবা যত্ন করতে লাগলেন।

সেই সময় বারণসীর এক ব্রাহ্মণপুত্র তক্ষশিলায় এক সুবিখ্যাত আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা সমাপানান্তে আচার্যের কাছে গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আচার্য তার অঙ্গবিদ্যা প্রভাবে জানতে পেরেছিলেন; তার এই শিষ্যের চরিত্র খুবই নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রকৃতির। তাই তিনি শিষ্যকে বললেন- "বৎস, তুমি বড়ই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের চিরদিন কখনো ভাল যায় না। কোন না কোন সময় মহাদুঃখ এসে উপস্থিত হবেই। অতএব, তুমি এই নিষ্ঠুর স্বভাব পরিত্যাগ কর। পরে অনুতাপ করতে হয় এমন কাজ করো না।"

এই বলে আচার্য শিষ্যকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণকুমার আচার্যকে প্রণাম করে বারণসী

ফিরে আসলেন এবং সংসারধর্মে রমিত হতে লাগলেন। কিন্তু, অন্যকোন বিদ্যা দ্বারা জীবিকার্জনের সুবিধা না পেয়ে; ধনুবিদ্যা দ্বারা ব্যাধবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করে সংসার প্রতিপালন করতে লাগলেন। তিনি বারণসীর এক দুরগ্রামে পরিবার পরিজন সহযোগে বাস করছিলেন। সে ধনু ও তীর নিয়ে বনে বনে ঘুরে ঘুরে মৃগবধ করে, তার মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

একদিন সে বনে বনে ঘুরে কোন শিকার না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথে বনের মাঝে এক ফাঁকা জায়গায় একটি বটগাছ দেখতে পেলেন। সে ভাবল- "দেখা যাক, এই বটগাছে কিছু পাওয়া যায় কিনা।" এই ভেবে সে বটগাছের দিকে এগিয়ে গেল। সে সময় মহানন্দিক ও চুল্লনন্দিক তাদের মাকে আহার করিয়ে গাছের শাখার আড়ালে বসেছিলেন। ব্যাধকে বটবৃক্ষের দিকে আসতে দেখে মহানন্দিক বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন, ব্যাধ তাদের বৃদ্ধা অন্ধ মাতাকে বধ করবে না।

ব্যাধ বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ বানরীকে দেখে চিন্তা করলেন- "খালি হাতে ফেরার চেয়ে এই বানরীকে মেরে নিয়ে যায়।"এই ভেবেই ব্যাধ বানরীকে শরনিক্ষেপে উদ্যত হলেন। তা দেখেই বোধিসত্ত্ব ছোট ভাই চুল্লনন্দিককে বললেন-" ভাই চুল্ল, লোকটা দেখছি আমাদের মাকে মারতে চাচ্ছে। আমি মায়ের প্রাণরক্ষা করছি। আমার মৃত্যু ঘটলে তুমি মায়ের সেবা শুশ্রুষা করিও।" এই বলে তিনি শাখার আড়াল থেকে বের হয়ে ব্যাধের শরের সামনে এসে বসে বললেন- "ভাই ব্যাধ, তুমি আমার অন্ধ, বৃদ্ধা মাতাকে মেরো না। তার পরিবর্তে বরং আমাকে মেরো।" তার কথায় সম্মত হয়ে নিষ্ঠুর ব্যাধ তাকে হত্যা করল। অতঃপর ব্যাধ পুনরায় বৃদ্ধবানরীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়ে আবার ধনু তোলল। তা দেখে চুল্লনন্দিক ভাবল-" এ আমার মাতাকে মারতে চাচ্ছে। একদিনের জন্যও যদি মা বেঁচে থাকেন, তাহলে ভাবব তার জীবন দান করলাম। সুতরাং আমাকে মায়ের প্রাণরক্ষা করতে হবে।" এই বলে তিনি শাখার আড়াল থেকে বের হয়ে ব্যাধের শরের সামনে এসে বসে বললেন- "মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করো না। ইনি অন্ধ ও জরাজীর্ণ। আমি নিজে প্রাণ দিয়ে তার প্রাণরক্ষা করব। আপনি আমাকে শরবিদ্ধ করুন; আমাদের দুই সহোদরের প্রাণ নিয়ে আমাদের মায়ের প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

ব্যাধ এবারও সম্মতি জ্ঞাপন করল এবং চুল্লনন্দিককেও হত্যা করল। তারপর নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই বৃদ্ধ বানরীকেও হত্যা করে তিনটি মৃতদেহ বাঁকের শিকায় তুলে আনন্দ চিত্তে গৃহাভিমুখে চলল।

সেই সময় নির্মম পাপিষ্ঠ ব্যাধের গৃহে বজ্রপাত হলো। গৃহের সাথে তার স্ত্রী পুত্র দগ্ধ

হলো । বজ্রের আগুনে পুরো ঘর পুঁড়ে শুধু খুঁটি সমুহ অবশিষ্ট ছিল । এই সময় গ্রামের একলোক ব্যাধের গৃহে আগুন লাগার কথা ব্যাধকে বললেন। ব্যাধ তা শুনে মাংস ও তীর ধনুক ফেলে রোদন করতে করতে ঘরে প্রবেশ করলে তার মাথার উপর একটি খুঁটি ভেঙ্গে পড়ল। সেই আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল। এমন সময় সেই জায়গার মাটি ফাঁক হয়ে অবীচি হতে জালাময় আগুন উত্থিত হয়ে তাকে গ্রাস করল। তখন পাপিষ্ঠব্যাধ তার আচার্য কর্তৃক ভাষিত উপদেশ স্মরণ করল।

সে ভাবল-" অহো; পরাশরগোত্রজ ব্রাহ্মণ তো আমাকে পুর্বেই সাবধান করে দিয়েছিল।" সেই বিলাপ করতে করতে নিম্নোক্ত গাথা বললেন-

"বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গল কারণ ঃ
যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিওনা কভু বাছাধন।"
কর্ম অনুরূপ ফল- শুভে শুভ, পাপে পাপ
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম।
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন ফল পায়,
জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

এইভাবে বিলাপ করতে করতে সে ভুগর্ভে প্রবেশ করে অবীচি নামক মহানরকে নিপতিত হলো।

তখন আচার্য ছিলেন-সারিপুত্র, মাতা ছিলেন- মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মহানন্দিক ছিলেন-বুদ্ধ, চুল্লনন্দিক ছিলেন-আনন্দ, ব্যাধ ছিলেন-দেবদত্ত।

চুল্লধর্মপাল জাতক

অতীতে মহাপ্রতাপ নামে বারণসীতে একরাজা ছিলেন। তার অগ্রমহিষী চন্দ্রাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহন করেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বের নাম ছিল ধর্মপাল। তার বয়স যখন সাত মাস; সে সময় একদিন মহারাণী তাকে গন্ধোদকে স্নান করিয়ে অলংকারাদি পরিয়ে শিশু ধর্মপালের সাথে বসে খেলছিলেন।

সেই সময় রাজা মহাপ্রতাপ সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজমহিষী শিশু পুত্রের সাথে স্নেহে বিভোর হয়ে ক্রীড়ারত ছিলেন বিধায় রাজাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্থান করলেন না। তা দেখে রাজা মহাপ্রতাপ রাণীর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। রাজা ভাবলেন-" পুত্র পেয়ে এ দেখি এখনই গর্বিত হয়েছে; আমাকে আর বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না; পুত্র যখন বড় হবে, তখন হয়ত আমাকে মানুষ বলেও গণ্য করবে না আমি এখনই তার পুত্রের প্রাণবধ করব।" এই প্রতিজ্ঞা করে তিনি রাজাসনে উপবেশন পুর্বক চোর-ঘাতককে ডেকে আদেশ দিলেন- "তুমি ঘাতকোচিত বেশধারণ করে এখানে এসো।" ঘাতক কাষায় বসন পরিধান ও রক্তমালা ধারণ করে, স্কন্ধোপরি পরশু রেখে, উপধান ও ঘটি হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে বললেন- "দেব, আমাকে কি উদ্দেশ্যে স্মরণ করেছেন?" রাজা বললেন- "তুমি দেবীর শয়নাগারে গিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে আসো।"

রাজা যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন তা রাজমহিষী আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ধর্মপালকে ক্রোড়ে নিয়ে রোদন করছিলেন। চোর-ঘাতক গিয়ে রাণীর পিঠে আঘাত করে তার হাত থেকে কুমারকে কেড়ে নিয়ে রাজার নিকট গিয়ে বললেন- "মহারাজ; এখন কি করব?" রাজা বললেন- "একখানা ফলক আনাও এবং আমার সম্মুখে রেখে তার উপর ধর্মপালকে শোয়াও।" ঘাতক রাজাদেশ মত কার্য করল এদিকে চন্দ্রাদেবী বিলাপ করতে করতে পুত্রের পেছন পেছন ছুটে আসলেন। তাকে ছুটে আসতে দেখে ঘাতক বললেন- "এখন কি করব, মহারাজ?" রাজা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন- "ধর্মপালের হাত দুইটি কেটে ফেল।" এই নিদারুন আদেশ শুনে চন্দ্রাদেবী বললেন- "আমার ছেলেটির বয়স সাত মাস মাত্র। বাছা আমার কিছুই জানে না; তার কোন দোষ নাই; যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তা আমার। সুতরাং আমারই হাত কাটবার আজ্ঞা দিন।"

রাজা ঘাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে ঘাতক জিজ্ঞেস করলেন- "কি করব মহারাজ?" "বিলম্ব না করে তার হাত দুটি কেটে ফেলো।" নির্দেশ দিলেন রাজা

ঘাতক তৎক্ষণাৎ কুঠারাঘাতে কুমারের বংশকোরকসদৃশ কোমল হস্তযুগল কেটে ফেলল। হাত কাটা গেল কিন্তু কুমার কাঁন্না করলেন না; মৈত্রী ও ক্ষান্তি বলে যাতনা সহ্য করলেন। চন্দ্রাদেবী ছিন্ন হাত দুটি কোলে নিয়ে রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করতে লাগলেন। ঘাতক আবার জিজ্ঞেস করলেন- "মহারাজ, এখন কি করব?" রাজা বললেন- "পা দু'খানা কাট।" ঘাতক কুমারের দু'খানা পা কেটে ফেলল।

চন্দ্রাদেবী ছিন্ন পা দু'খানা কোলে নিয়ে রক্তাক্তদেহে পরিদেবন করতে করতে বললেন- "মহারাজ, ছেলের হাত পা কাটা গেলেও মা তার পোষণ করে। আমি মজুর খেটে বাছাকে প্রতিপালন করব; আপনি তাকে আমার কাছে দিন।" এদিকে ঘাতক জিজ্ঞেস করলেন- "মহারাজের আদেশ পালিত হয়েছে তো ? আমার কার্য সম্পন্ন হয়েছে কি?" "এখনও শেষ হয়নি" -বললেন রাজা। ঘাতক বললেন- "আর কি করতে হবে?" রাজা বললেন- "মাথা কাট।"

তখন চন্দ্রাদেবী গাথায় বললেন-

> "বুদ্ধিদোষে করেছি আমি মহাদোষ; মহাপ্রতাপের যাতে জন্মেছে রোষ;
> অতএব ধর্মপালে করুন মোচন; প্রকৃত অপরাধীর হোক মস্তকছেদন।"

এই বলে দেবী নিজে তার মাথা বাড়িয়ে দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞেস করলেন- "মহারাজ, কি করব?" রাজা বললেন- "ছেলেটার মাথা কাট।" ঘাতক তা সম্পন্ন করে বললেন- "রাজাজ্ঞা সম্পন্ন হয়েছে কি?" রাজা বললেন- "এখনো হয় নি।" "আর কি করতে হবে?" জিজ্ঞেস করলেন ঘাতক। "তাকে অসিমুখে এমনভাবে ধর, যাতে হত দেহটা রক্তপুষ্প-মালার মত দেখায়।"

ঘাতক তখন ধড়টা উর্ধ্বে রেখে অসির অগ্রভাগ দ্বারা ধরল, এবং এভাবে তা করল যে; তা মালার মতো মনে হতে লাগল; যেন মালা পরেছে। এভাবে আঘাত করবার সময় দেহের মাংসখন্ডগুলো রাজার বেদীর উপর পড়তে লাগল। চন্দ্রাদেবী সেই মাংসখন্ডগুলো কুড়িয়ে কোলে তুলতে লাগলেন এবং বেদীর উপরই বিলাপ করতে লাগলেন। চন্দ্রার কাতর বিলাপে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বাঁশে আগুন লাগলে বাঁশ যেমন ফেটে যায়; চন্দ্রার হৃদয়ও সেরূপ ফেটে গেল; সেখানেই তার মৃত্যু ঘটলো।

রাজা মহাপ্রতাপও আর পালঙ্কে টিকতে পারলেন না; তিনি বেদীর উপর পড়ে গেলেন। বেদীর কাষ্ঠফলক ছিড়ে দু'ভাগ হলো; তার ভেতর দিয়ে রাজা ভুতলে পড়ে গেলেন। অনন্তর এই বিপুলা পৃথিবী তার অগুণের ভারবহনে অসমর্থ হয়ে বিদীর্ণ হল; মহাবিবর দেখা দিল; অবীচি হতে ভীষন প্রজ্জ্বলিত আগুন উদিত হয়ে তাকে গ্রাস করে অবীচি মহানরকে নিক্ষেপ করল। অমাত্যেরা বোধিসত্ত্ব ধর্মপাল ও মাতা চন্দ্রাদেবীর শরীরকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

তখন বোধিসত্ত্বের মাতা চন্দ্রাদেবী ছিলেন-মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ধর্মপাল বোধিসত্ত্ব ছিলেন- গৌতম বুদ্ধ এবং মহাপ্রতাপ রাজা ছিলেন-দেবদত্ত।

পূর্ব জন্ম ও বর প্রার্থনা

পদুমোত্তর বুদ্ধের নিকট বর প্রার্থনা

সুদুর অতীতের কাহিনী। মধ্যম প্রদেশের এক সুপ্রসিদ্ধা নগরী; নাম - হংসবতী। এ নগরী সর্বৈশ্বর্যে ছিল অতি সমৃদ্ধ। মহারাজ নন্দন ছিলেন এই পুণ্য-ভুমির অধিপতি। পরম সৌভাগ্যবতী সুজাতাদেবী নরনাথের অগ্রমহিষী। তার পুত গর্ভে জন্ম নিলেন পুণ্য-পুরুষ পদুমোত্তর বুদ্ধাঙ্কুর। পুণ্য-তীর্থ হংসবতী উদ্যানে মাতৃগর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন মহামানব পদুমোত্তর বুদ্ধ। তার জন্ম ক্ষণে পদ্মবৃষ্টি হয়েছিল, তাই তার নামকরন করা হলো - পদ্মকুমার।

তখনকার দিনে মানুষের পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর। মহাসত্ত্ব পদুম কুমার গৃহবাসে ছিলেন দশ হাজার বছর। যে দিন তার সহধর্মিণী বসুদত্তার গর্ভজাত হলেন উত্তর নামক পুত্রের, সে দিনই তিনি মহাভিক্রিমন করেছিলেন। সেই দিবসেই তিনি লাভ করলেন বোধিজ্ঞান। বোধি-পালঙ্কে সপ্তাহকাল সমাপত্তিধ্যানে অতিবাহিত করার পর তিনি ধ্যানাসন হতে উত্থিত হয়ে দক্ষিণ পদবিক্ষেপ করার সাথে সাথেই পদতলে পৃথিবীর তল ভেদ করে সুবৃহৎ সহস্রদল পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল বলেই তিনি আখ্যা প্রাপ্ত হলেন-'পদুমোত্তর বুদ্ধ'।

সে সময় নন্দন রাজা বুদ্ধের প্রতি ছিলেন প্রগাঢ় মমতা পরায়ণ; তাই তিনি সশিষ্য তথাগতকে স্বীয় রাজধানীতেই রেখে দিলেন। তথাগত বুদ্ধ পদুমোত্তর হংসবতীর রাজধানীতে থেকেই নির্বাণ-সুধা বিতরণ করে লক্ষ কোটি মানুষকে, অগণিত দেব-ব্রাহ্মকে, পাপী-তাপী অসহায় সত্ত্বগণকে মুক্ত করছিলেন অকাতরে, দিচ্ছিলেন নৈর্বাণিক শান্তি, অনন্ত অসীম সুখ। তখন হংসবতীরাজ্যের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে পদুমোত্তর বুদ্ধের জ্ঞাতিকুলে জন্ম গ্রহন করেছিলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনিও বয়ঃক্রমে বুদ্ধের অমৃত-ধর্ম-রস সিঞ্চণ করে হচ্ছিলেন পুলকিত, রমিত আর উৎসাহিত। ধর্ম নিধিই পরম নিধি। ধর্ম-রসই শ্রেষ্ঠ রস। ধর্মই সংসার মরুর দুঃখ বিনাশক, শান্তির মহাষৌধসম, পবিত্রতার মুর্তপ্রতীক, বিমুর্ত নির্বাণের প্রথ প্রদর্শক। মহামানবের মুখ-নিঃসৃত সদ্ধর্মবাণী মানব-সত্ত্বগণকে দান করে পবিত্র জীবন। মহাকারুণিক পদুমোত্তর বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত সুভাষিত ধর্ম শ্রবণে মহাপ্রজাপতি গৌতমীও পরম তৃপ্ত হলেন।

একদিন মহামানব পদুমোত্তর বুদ্ধ চর্তুদিক ষড়রশ্মি বিকিরণ করে হংসবতীর গন্ধকুটির আরামে সিংহনাদে সদ্ধর্মদেশনা করছিলেন। তথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমী শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিত্তে সদ্ধর্মশ্রবণে মনঃসংযোগ স্থাপন করে আসীন হলেন। তখন জগৎ পুজ্য বুদ্ধ উক্ত

ধর্মসভায় তার এক বয়োবৃদ্ধা ভিক্ষুণীকে উদ্দেশ্য করে সগৌরবে 'অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ অগ্রজা' উপাধি প্রদান করছিলেন। তা দেখে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মনে দারুন এক পুলকিত ভাব জেগে উঠল। তিনি হলেন উচ্ছ্বসিত, হর্ষিত, বিচলিত। তার মধ্যে জেগে উঠল উৎসাহ, উদ্দীপনা। তিনি চিন্তা করলেন এ ভিক্ষুণী অতিশয় পুণ্যবতী ও মহাগুণধর। তার মনে সাধ জাগলো এই উপাধি প্রাপ্তা ভিক্ষুণীর মতন হতে। তিনি আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন এই 'অগ্রজা' উপাধি কি আমিও পেতে পারি না? আমিও কি হতে পারি না এ রুপ গৌরবের অধিকারিণী! আমিও কি পারমী পুর্ণ করে তার মতো অর্হৎ ভিক্ষুণী হতে পারি না! অদম্য শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এবং সম্যক প্রচেষ্টাই আমার কাংখিত গন্তব্যে পৌছার মুলমন্ত্র। সুতরাং আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে দান দিব; প্রার্থনা করব আমার বাঞ্ছিত বর।

অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী পদুমোত্তর বুদ্ধ সকাশে উপনীত হয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে একপাশে দন্ডায়মান হলেন। তিনি বুদ্ধ পদুমোত্তরের পদতলে মস্তক অবনত করে সগৌরবে কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞেস করলেন-"প্রভু, ভগবান, এ ভিক্ষুণী কি খুব গুণবতী, পুণ্যবতী ?"

"হা, উপাসিকা, এ ভিক্ষুণী খুবই পুণ্যবতী, মহাগুণবতী।"
"প্রভু, কোন পুণ্যের ফলে এমন গুণবতী হয় ?"
"দান, শীল, ভাবনা-এই ত্রিবিধ কুশল কর্মের প্রভাবেই হয়।"

"ভগবান, তা আমরাও একান্ত ইচ্ছা, আমিও যেন অনাগতে কোন একজন সম্যক সম্বুদ্ধের এরুপ গুণবান অগ্রজা ভিক্ষুণী হতে পারি। এইরুপ ইচ্ছে হৃদয়ে লালন করেই আগামী কল্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দান দেবার মনোবাসনা পোষণ করছি। প্রভু, বুদ্ধ ভগবান, অনুগ্রহ পুর্বক আমার নিমন্ত্রণ গ্রহন করুন।"

তথাগত পদুমোত্তর বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। সপ্তাহকাল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অচলা ভক্তি আর কর্ম ও কর্মফলের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস রেখে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি, অন্নপানীয় ও বিবিধ দানীয় সামগ্রী সযতনে দান করলেন। সপ্তম দিবসে দানকার্য পরিসমাপানান্তে মহাপ্রজাপতি গৌতমী তথাগত পদুমোত্তর বুদ্ধের পাদমুলে নিপতিত হয়ে প্রার্থনা করলেন।

"হে ত্রিলোকপুজ্য, মহাকরুণাঘন, পদুমোত্তর বুদ্ধ ! সপ্তাহব্যাপী দান কার্য সম্পাদন দ্বারা আমি যা পুণ্যরাশি অর্জন করেছি, তৎপ্রভাবে আমি যেন অনাগতে কোনও

একজন সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে আপনার সেই ভিক্ষুণীর মতন অগ্রজা উপাধিপ্রাপ্ত ভিক্ষুণী হয়ে নির্বাণ রাজ্যে গমন করতে পারি, আপনি আমাকে সেই মৈত্রী বর প্রদান করুন। এই আমার আপনার নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।"

ত্রিকালজ্ঞ তথাগত পদুমোত্তর দিব্যজ্ঞানে সম্যক অবগত হলেন-"সুদুর ভবিষ্যতে এক লক্ষ কল্প পরে মহাপ্রজাপতি গৌতমী পারমী পুর্ণ করতে সমক্ষ হবে এবং আমারই অনুজ 'গৌতম' নামক বুদ্ধের সময়ে তার প্রার্থনা ফলবতী হবে।"

তখন সম্বুদ্ধ স্মিত-মধুর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন-" হে রমণী, তোমার প্রার্থনা পুর্ণ হবে। লক্ষকল্প পরে জগতে আর্বিভুত হবেন গৌতম নামে সম্যক সম্বুদ্ধ। অপ্রতিম পুণ্যের অমিত প্রভাবে তুমি গৌতম বুদ্ধের শাসনামলে প্রব্রজিত হবে ভিক্ষুণী কুলে এবং লাভ করবে অগ্রজা উপাধি; অতঃপর অর্হত্ত্বমার্গফল লাভ করে মহাসুখ নির্বাণরাজ্যে পৌছতে সক্ষম হবে।" সর্বজ্ঞ পদুমোত্তর বুদ্ধের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অপুর্ব ভবিষ্যৎ বাণী শুনে রমণী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তরে প্রবাহিত হলো অফুরন্ত আনন্দ-হিল্লোল। অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগলো মনোবাঞ্ছা স্বার্থকতার পুলক শিহরণ। হৃদয় তন্ত্রীতে বাজতে লাগলো সান্ত্বনাময়ী আশার বীণা। প্রীতি উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন-"অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয় বাক্য মহামুনি বুদ্ধের। একান্ত সত্য সুগত-ভাষিত অমোঘ বাণী। নিশ্চয় একদিন নিরবশেষ পুর্ণতায় পুর্ণ হবে আমার মনোবাসনা।"

"আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে সাধনার সফলতা অর্জন করতে হবে"-এটাই এখন মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সম্যক সংকল্প। প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকে অভিমুখী রেখে পুর্ণ্যোদমে আপন জীবন-তরী তিনি চালিত করলেন । অবশিষ্ট জীবন পরমার্থ ধর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন তিনি। শান্তিপদ মার্গ অনুসরনে জীবনকে করলেন সমুজ্জল। তার সুদীর্ঘ লক্ষ বৎসরের পরমায়ুর অবসান ঘটলো একদিন। পুণ্য-সংস্কার বিমন্ডিত হয়ে সংবরণ করলেন তিনি মানব-লীলা। পুণ্য-সুষমা মন্ডিত মহাপ্রজাপতি গৌতমী অভাবনীয় দিব্যদেহে দেবপুরে প্রার্দুভুত হলেন। স্বর্গে তিনি অপরুপ সুন্দরী দেবী হয়ে উৎপন্ন হলেন এক দেবরাজের স্ত্রী হয়ে। অতঃপর স্বর্গের দিব্যসুখ ভোগের পর বুদ্ধশুন্য কল্পে পুনরায় মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ করলেন তিনি পানি বহনকারী প্রধানা দাসী হয়ে।

পানি বহনকারী প্রধান দাসী

বুদ্ধ কশ্যপ ও বুদ্ধ গৌতমের আর্বিভাবের মধ্যবর্তী সময়ে যখন জগতে কোন বুদ্ধ ছিলেন না; যখন বুদ্ধশুন্য কল্প চলমান তখন; বারণসীর রাজা ব্রদত্তের রাজত্বকালে কোন এক অতীত কর্মফলে গরীব দাসীকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

কালক্রমে বয়স ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হলে তিনি পাঁচশত পানি বহনকারী দাসীর প্রধানা হয়ে পানি বহন কর্মাদি সম্পন্ন করছিলেন। পাঁচশত দাসীসহ তারা প্রত্যেহ পানি তুলতেন মহাশ্রেষ্ঠীদের বাড়ীতে, রাজবাড়ীতে। পানি তুলে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। বারণসীর ধনী পরিবার গুলোতে পানি সরবরাহ করনই ছিল তাদের পেশা। মহাপ্রজাপতি গৌতমী পানি বহনকারীদের নেত্রী হয়ে বারণসীতে জীবন যাপন করছিলেন।

বর্ষা সমাগত হলে, বর্ষবাস যাপনের পুর্বে পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধ হিমবন্ত প্রদেশ থেকে বারণসী রাজ্যে পর্দাপণ করলেন। উক্ত পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধ আকাশ মার্গে অবতীর্ণ হলেন ইসিপতন মৃগদাবনে। অতঃপর তারা ইসিপতন মৃগদাবন হতে পদব্রজে গমন করলেন বারণসী নগরে। তাদের আগমন লক্ষ্য করেছিলেন বারণসীর শ্রেষ্ঠী। কিন্তু, তার মধ্যে কোনরুপ শ্রদ্ধা ও দান চিত্ত ছিলনা। পচ্চেক বুদ্ধ পাঁচজন শ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে তাকে বললেন-"উপাসক, আমরা হিমবন্ত প্রদেশ হতে এখানে আগমন করেছি। আমাদের সুবিধার্থে আমরা এখানে বর্ষবাস যাপন করতে ইচ্ছুক। তাই আমাদের বর্ষবাস যাপন উপযোগী পর্ণকুটিরের প্রয়োজন বোধ করছি।"
শ্রেষ্ঠী বললেন-"ভদন্তগণ, আমরা আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। আপনারা অন্য কোথাও আপনাদের ইপ্সিত সাহায্য লাভ করতে পারেন কিনা দেখেন।" এই বলে শ্রেষ্ঠী তাদের বিফল মনোরথে ফেরত পাঠালেন।

তখন পাঁচ পচ্চেক বুদ্ধ বারণসী নগর হতে ধীর পদবিক্ষেপে আবার বের হয়ে আসলেন। তখন মহাসত্ত্বা পানি বহনকারীদের নেত্রী পানির কলসী কাঁখে তুলে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করছিলেন। প্রবেশ পথে পচ্চেক বুদ্ধগণের সাথে প্রধান দাসীর সাক্ষাৎ ঘটল। প্রধান দাসী পাঁচ পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে কলস নামিয়ে রেখে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অভিবাদন ও বন্দনা জ্ঞাপন করলেন। প্রধান দাসী বন্দনান্তর সশ্রদ্ধ চিত্তে পচ্চেক বুদ্ধগণকে জিজ্ঞেস করলেন-"কোত্থেকে এসেছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন ?"

"আমরা হিমবন্ত প্রদেশ থেকে এসেছি। আমরা এখানে বর্ষবাস যাপন করতে চাই। কিন্তু, এখানে তেমন কোন সাহায্য না পেয়ে আমরা আবার আমাদের গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছি।"

মতিমান প্রধান দাসী বুঝতে পারলেন তাদের বর্ষবাস যাপনের জন্য পর্ণকুটিরের প্রয়োজন। তাই তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন-" ভদন্ত, নগরে আপনারা গিয়েছেন। সেখানে আপনাদের জন্য কেউ কিছু দান করেনি ?"
"না, উপাসিকে, আমাদের কেউ কিছু দান করেনি।"

"আমরা তো গরীব পানি বহনকারী দাস; আমাদের মতন গরীব দাসরা কি আপনাদের জন্য উপযুক্ত পর্ণকুটির নির্মান করে দান করতে পারব ?" সানুনয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রধান দাসী।

পচ্চেক বুদ্ধগণ বললেন-" কেন পারবে না ! দানে ধর্মে গরীব-ধনীর বাছ-বিচার হয়না। শ্রদ্ধাচিত্তে যে কেউ দান দিলে তা গ্রহণীয়। এ দানের ফলও হয় অপরিমেয়।"

তা শ্রবণের সাথে সাথে প্রধান দাসীর অন্তর আনন্দে ভরে উঠলো। হঠাৎ কোন মহামুল্য রত্ন-রাজি পেলে যেমন বিস্ময়-খুশিতে আঁটকানা হয়ে উঠে মানব, ঠিক তেমনি খুশির ঝিলিক খেলে গেল দাসীর হৃদয়ে। তিনি উৎফুল্ল, সচকিত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন-"ভদন্তগণ, ঠিক আছে, আমি আপনাদের জন্য পর্ণকুটির নির্মাণ করে দান দেব।" এই সিদ্ধান্ত চেতনায় উপনীত হয়ে পুনঃ নিবেদন করলেন-" ভদন্তগণ, আপনাদেরকে আমি নিমন্ত্রণ করলাম। আপনারা আমার নিমন্ত্রন গ্রহন করুন। আপনাদের পাঁচজনের জন্য পাঁচটি পর্ণকুটির নির্মান করে দেব। আমাদের দানকৃত পর্ণকুটিরে বর্ষবাস যাপনে আপনারা রমিত হবেন। আগামী কাল থেকে আমাদের নিমন্ত্রন গ্রহন করুন।" পচ্চেক বুদ্ধগণ তার নিমন্ত্রন অনুমোদন করে যথাস্থানে প্রস্থান করলেন।

পচ্চেক বুদ্ধগণের সম্মতি পেয়ে প্রধান দাসী পানি নিয়ে নগরে প্রবেশ না করে পুনঃরায় পানি তোলার কুপের কাছে, যেখানে তার সাথীরা পানি তুলছিল সেখানে ফেরত গেলেন। তিনি সেখানে কুপের কাছে সকল দাসীকে সমবেত করলেন। সবাইকে জড়ো করে প্রধান দাসী উচ্চকিত কণ্ঠে সকলকে সম্বোধন করে বললেন-"ও আমার মায়েরা, বোনেরা, তোমরা সারাজীবন ভৃত্য হয়ে থাকতে চাও; নাকি মুক্ত-সুখী জীবন চাও?"

প্রত্যুত্তরে সঙ্গিনীরা বললেন-"যদি সম্ভব হয়, এক্ষুনি আমরা ভৃত্য জীবনের অবসান চাই।"

তখন নেত্রী বললেন-"তা যদি হয়; তবে আমার কথা শোন; আজকে আমি তোমাদের পক্ষ হয়ে পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধকে নিমন্ত্রন করেছি। তাদেরকে পর্ণকুটির নির্মাণ করে দেবো বলে কথা দিয়েছি। চারিপ্রত্যয় দান দিব বলে বলেছি। তোমরা রাজি আছো কি না ?"

তারা সবাই সমস্বরে জানাল-"আমরা রাজি আছি। তুমি ব্যবস্থা গ্রহন করো। এরকম পুণ্য করার সুযোগ কোথায় পাব ? পচ্চেক বুদ্ধকে দান করার সুযোগ আর কোথায় পাব ? নিশ্চয় আমরা দান দেবো।"

"ঠিক আছে; তাহলে তোমরা তোমাদের স্বামীদের গিয়ে বল।" বললেন প্রধান দাসী। তারা প্রত্যেকেই যার যার স্বামীকে একথা জানাল। তাদের স্বামীরাও রাজি হয়ে গেলেন। অতঃপর তারা সকলেই নেত্রীর বাড়ীর উঠানে সমবেত হলেন। প্রধান দাসী বললেন-"আপনারা যারা স্বামী, আপনারা জঙ্গলে গিয়ে বাঁশ, ছন, কাঠ কেটে আনবেন। আগামী কালই পাঁচটি পর্ণকুটির নির্মাণ করতে হবে। একশত পরিবার প্রতি একটি করে ঘর তৈরী করবে। একজন করে প্রত্যেক পচ্চেক বুদ্ধের জন্য পাঁচটি গৃহ তৈরী হবে। পাঁচশত পরিবার একশ করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে এ কাজ করবে। তবে শুধু গৃহ নয়, চংক্রমন করার জন্য সুন্দর-মসৃণ জায়গা, তাদের ব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষ-পত্র যা লাগে সব রকমের ব্যবস্থা যেমনঃ খাওয়ার পানি রাখার, শোবার, মলমুত্র ত্যাগ করার জায়গা, সব প্রস্তুত করতে হবে।"একশটি পরিবার একটি করে স্বয়ং সম্পন্ন কুটির তৈরীর দায়িত্ব নিল।

পরের দিনই তাদের স্বামীরা জঙ্গল থেকে কাঠ, ছন, বাঁশ ইত্যাদি এনে একদিনের মধ্যেই নির্মাণ করলেন পাঁচজন পচ্চেক বুদ্ধের জন্য পাঁচখানা সুন্দর পরিপাটি কুটির। অতঃপর তারা সকলে সমবেতভাবে পাঁচ পচ্চেক বুদ্ধকে তাদের আপন হস্তে দান করলেন নির্মিত কুটিরসমুহ। উৎসর্গ করলেন সবাই মিলে-"ইদং মে পুঞ্ঞং, নিব্বাণসস পচ্চয়ো হোতু"-বলে।

এভাবে তারা পর্ণকুটির দান করার পর পচ্চেক বুদ্ধগণকে প্রতিদিন আহারাদির ব্যবস্থা করলেন। পাঁচশত পরিবার পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতি একশ পরিবার একজন করে পচ্চেক বুদ্ধগণকে সেবা ও দানাদি প্রদান করতে লাগলেন। কোন পরিবার তার নির্ধারিত দানাদি দিতে অক্ষম হলে, প্রধান দাসী তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করতেন।

এভাবে পাঁচশত পরিবার মিলে তিন মাস চর্তুপ্রত্যয় দিয়ে পচ্চেক বুদ্ধগণকে আন্তরিক সেবা দান করলেন।

বর্ষবাস প্রায় সমাপ্তির পথে, শুভ প্রবারণা পুর্ণিমা সমাগত। তখন পচ্চেক বুদ্ধগণকে চীবর তৈরী করে দান করার জন্য প্রধান দাসী সবাইকে নির্দেশ দিলেন-"তোমরা প্রত্যেকে একটা করে পাঁচশত টুকরো কাপড় আমার বাড়ীতে জমা কর।" সবাই একেক টুকরো করে পাঁচশত টুকরো কাপড় তৈরী করে আনল। প্রধান দাসী ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে একশত টুকরো কাপড় দিয়ে তাদের কাছ থেকে মসৃণ, সুন্দর, খুব ভাল কাপড় বদল করে নিলেন। এভাবে পাঁচশত টুকরা কাপড় দিয়ে পাঁচটি ভাল ত্রিচীবর বানালেন। ত্রিচীবর বানাবার পর অষ্টপরিস্কার সংগ্রহ করলেন। প্রবারণার দিন সকলে সমভিব্যাহারে মহাসমারোহে, বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় পচ্চেক বুদ্ধগণকে দান করলেন।

সেই পচ্চেক বুদ্ধগণ সবাইকে মৈত্রী চিত্তে আশীর্বাদ করলেন- "এই পুণ্যের ফলে তোমাদের নিব্বার্ণ সাক্ষাতের হেতু উৎপন্ন হোক।"

অবশেষে দানাদি সুচিকর্মাদি সম্পন্ন করে পচ্চেক বুদ্ধগণ তাদের সম্মুখ হতে আকাশমার্গে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করলেন। আকাশ পথে তাদের চলে যাওয়ার দৃশ্য অবলোকন করে সেই পাঁচশত দাসী পরিবার উৎফুল্ল হয়ে সাধু, সাধু ধ্বণিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

তারা তিন মাসব্যাপী পাঁচ পচ্চেক বুদ্ধকে চর্তুপ্রত্যয় দ্বারা সেবা করে ও দানাদি সৎকর্ম সম্পাদন করে অপরিমেয় পুণ্যরাশি সঞ্চয় করে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে দিব্যভোগ সম্পত্তি লাভ করে পরম সুখে জীবন যাপন করেন।

অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী পুনঃ স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মর্ত্যলোকে বারণসীতে প্রধান তাঁতীর সুন্দরী কন্যারুপে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

তাঁতী কন্যা

বারণসীর প্রসিদ্ধ তাঁতী গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর। প্রধান তাঁতী ও তার পত্নী ছিলেন খুবই ধার্মিক ও সৎধর্ম পরায়ণ। সেই ধার্মিক তাঁতীর গৃহে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অগ্রজ কন্যা হিসেবে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন খুবই রূপবতী ও ধর্মপরায়ণা। পিতা-মাতার আদর-যত্নে লালিত হয়ে পরিণত হলেন পুর্ণ-যৌবনা লালিত্যময়ী নারীতে।

সেই সময় বারণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তার অগ্রমহিষী ছিলেন পদ্মাবতী। কথিত আছে পদ্মাবতীর কোন পিতা-মাতা ছিল না। তিনি পদ্মফুলের মধ্যে প্রতিসন্ধি গ্রহন করেন। তিনি ছিলেন সংসধজ* জাতক। তাকে এক ঋষি লালন পালন করেন এবং পরবর্তীতে বারণসী রাজ তাকে অগ্রমহিষী হিসেবে রাজপ্রসাদে বরণ করে নেন। রাণী পদ্মাবতী যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; উক্ত প্রথম সন্তানের এক একটি রক্তবিন্দু থেকে আরো ৪৯৯ জন রাজপুত্রর সংসধজ জন্ম হলো। সব মিলে তার পাঁচশত জন রাজপুত্র জন্মগ্রহন করলেন। তখন রাজ্যজুড়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের জোয়ার বয়ে গেল। সেই রাজপুত্ররা ছিলেন খুবই পারমীবান। তাদের নামকরন করা হল পদুম কুমার। সেই পাঁচশত জন রাজপুত্ররা একদিন মঙ্গল পুস্করিনীতে জলকেলি করছিলেন। তখন তারা দেখতে পেলেন মোহনীয় রুপে প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম গুলো বৃন্ত চ্যুত হয়ে ঝরে পড়ছে। তা দেখে তাদের মধ্যে অনিত্যজ্ঞানের উন্মেষ ঘটল। এই তাদের অন্তিম জন্ম হেতু তারা ক্রমান্বয়ে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ত্বমার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পচ্চেক বুদ্ধ হলেন। তখন তারা পিতা রাজার অনুমতিক্রমে হিমবাহ প্রদেশের গন্ধমাদন পর্বতে আকাশমার্গে গমন করলেন।

তারা গন্ধমাদন পর্বতে সুখে বিহার করতে লাগলেন। তারা রাজপ্রাসাদে ভিক্ষাচরণ করার নিমিত্তে আগমন করতেন। একদিন পচ্চেক বুদ্ধগণ বারণসীর রাজার প্রাসাদে ভিক্ষাচরণের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। তথায় গিয়ে পচ্চেক বুদ্ধগণ দেখতে পান রাজ দ্বারে কেউ নেই। তখন পচ্চেক বুদ্ধগণ নগর ত্যাগ পুর্বক বর্হিগমন করলেন। তারা উপস্থিত হলেন তাঁতী গ্রামে। তাঁতীর বড় কন্যা পচ্চেক বুদ্ধগণের সাক্ষাতলাভ করলেন। তাঁতী কন্যা তাদের অভিবাদনান্তর একপাশে দাঁড়িয়ে করজোড়ে জিজ্ঞেস করলেন- "ভদন্ত, আপনারা কোথা হতে আসছেন?"

"আমরা গন্ধমাদন পবর্ত হতে নগরে রাজপ্রাসাদে এসেছিলাম ভিক্ষাচরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু, রাজদ্বারে কাউকে দেখতে না পেয়ে এই গ্রামে আগমন করলাম।" বললেন পচ্চেক বুদ্ধগণ।

তাঁতী কন্যা তাদের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলেন। তিনি একমুহূর্ত চিন্তা করে পচ্চেক বুদ্ধগণকে নিবেদন করলেন-"ভদন্ত, আপনারা আজ অনুগ্রহ করে আমার বাড়ীতে আগমন করুন। আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি। আপনারা আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমার এই নিমন্ত্রণ গ্রহন করুন।"

পচ্চেক বুদ্ধগণ তাঁতী কন্যার নিমন্ত্রণ গ্রহন করে তার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তাঁতী কন্যা তাদের জন্য উপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা করলেন। প্রধান তাঁতী ও তাঁতীর স্ত্রীও বড় কন্যার এম্ববিদ পুণ্যকর্মে সানন্দে আত্মনিয়োগ করলেন। কন্যাকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করলেন। তাঁতী কন্যা প্রফুল্ল চিত্তে পচ্চেক বুদ্ধগণের জন্য ভোজনাদির ব্যবস্থা করলেন। তিনি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক চিত্তে পচ্চেক বুদ্ধগণের সেবা করলেন এবং উৎকৃষ্ট ভোজন-দানীয় সামগ্রী প্রদান করলেন।

তাঁতী কন্যার দান গ্রহন ও অনুমোদন করতঃ পচ্চেক বুদ্ধগণ আকাশমার্গে পুনঃ গন্ধমাদন পবর্ত অভিমুখে গমন করলেন। পচ্চেক বুদ্ধগণের প্রতি দানাদি সেবা-কর্ম দ্বারা অর্জিত পুণ্যপ্রভাবে আয়ু ক্ষয়ে সেই তাঁতী কন্যা মৃত্যুবরণ করে স্বর্গলোকে অশেষ দিব্য-সুখাদি ভোগ করে পুনরায় ধরাধামে গৌতম বুদ্ধের শাসনকালে সিদ্ধার্থ গৌতমের বিমাতা রূপে মহাপ্রজাপতি গৌতমী নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

*** বৌদ্ধ ধর্ম মতে প্রতিসন্ধি ও জন্ম চার প্রকার ঃ**

১) সংসেধজ ঃ প্রকৃতিগত ভাবে আপনা-আপনি যে জন্ম হয়, তা সংসেধজ। যেমন ঃ কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়, মশা প্রভৃতি।

২) উপপাতিক ঃ দেবলোকে দেবতারা পরিপূর্ণ অবস্থায় যে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তা উপপাতিক।

৩) অন্ডজ ঃ ডিম হতে যে জন্ম তা অন্ডজ। যেমন ঃ পাখি, মুরগী ইত্যাদি।

৪) জরায়ুজ বা গর্ভজ ঃ মাতৃ গর্ভ হতে যে জন্ম হয় তা জরায়ুজ বা গর্ভজ। যেমন ঃ মানুষ, গরু, বাঘ ইত্যাদি।

অন্তিম জন্ম

জন্ম ও বেড়ে উঠা

জন্ম নয়, কর্মই স্বত্ত্বগণকে মহৎ করে। জন্মের কারনে কেউ ব্রাহ্মণ হয়না, আবার জন্মের কারনে কেউ চন্ডাল হয়না। কর্মের দ্বারাই উন্নতির চরম শিখরে পৌছানো যায়। তথাপি এমন কিছু জন্ম আছে যা মর্ত্যভুমিকে করে অনিন্দ্য মঙ্গল প্রভায় আলোকিত, ধুলার ধরণীকে করে পুত পবিত্র, বয়ে আনে আনন্দ হিল্লোলের অমলিন বারতা, হয়ে উঠে জগৎ পথিকৃৎ। স্পর্শের পরশপাথর বুলিয়ে আনে নব প্রভাত, জাগায় তন্দ্রালস নির্জীব সময়কে, খোলে দেয় সম্ভাবনার অবারিত অমিত দ্বার, দেখায় সত্য সুন্দর শ্বাশত পথ। হয়ে উঠে নমস্য। সমস্ত আবিলতার রেশ ঝেড়ে হয়ে উঠে মহামহিয়ান, ক্ষণজন্মা অগ্রগন্য মহাপ্রাণ। এরূপ ক্ষণজন্মার ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার মাহেন্দ্রলগন পরিনত হয় স্বার্থকতার দীপ্ত কোলাহলে। সর্বত্র উঠে সরবে উলুধ্বনি, সাধু, সাধু রব।

আজ আনন্দের অতিশয্যায় ব্যতিব্যস্ত দেবদহ নগরী। খুশির অমলিন জোয়ার এসেছে রাজবাড়ীর অলিন্দ জুড়ে। ছুটছে হাসি-ঠাট্টার উচ্ছল কলরব। সুর লহরীতে উদ্ভাসিত হচ্ছে পুরো প্রাঙ্গন; আত্মহারা সুখে পাগল পারা রাজ অমাত্যগন। রাজপুরীর অন্দরমহলে নিটোল ছলাকলাময় রসমাধুরী মাখা গুঞ্জন আলাপন; যেন পাওয়ার অনিশেষ ব্যাকুলতায় ছড়াচ্ছে বিকিরিত পুলকিত বিচ্ছুরন। রাজপুরি যেন রমিত হচ্ছে বাঁধভাঙ্গা হর্ষের অনির্বচনীয় ফল্গুধারায়। আজ দেবদহ রাজ অঞ্জন* শাক্য আর রাণী যশোধারার মনে চতুর্থ সন্তান জন্ম নেওয়ায় সুখের মাতম বয়ে যাচ্ছে। রাজপরিবারে তাই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ইতিপুর্বে রাজপরিবারে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন আরো তিন সন্তান যথাক্রমে দুই পুত্র দন্ডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ এবং কন্যা মহামায়াদেবী। আজ জন্ম গ্রহন করল আরেক কন্যা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। কন্যা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্ম গ্রহনে রাজপুরী আনন্দের সলিল বারিতে স্নাত আজ।

প্রাচীন ভারতে দেবদহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী। প্রাকৃতিক শোভা বিমন্ডিত ধনে ধান্যে, রত্ন ভান্ডারে পরিপুর্ণ দেবদহ। যথাধর্ম প্রজাপালনে রাজা অঞ্জন সদা সতর্ক। সত্য ও ধর্মের রক্ষণে রাজ অমাত্যগন সর্বদা সচেষ্ট। প্রজাদের সুখ নিশ্চিত করন ও দুঃখ লাঘবে রাজা অঞ্জন তার সর্ব শক্তি নিয়োগে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন না। ন্যায় বিচার আর পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে রাজ্যশাসন করেন। দেবদহ রাজ্যের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমুহের সাথে যুদ্ধ বা শত্রুতা নয়, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় তার দুরদর্শী রাজ প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। তার সাথে প্রতিবেশী

রাষ্ট্রসমুহের দারুন সখ্যতা। রাজার যথাধর্ম রাজ্যশাসনে প্রজারাও সন্তোষ চিত্তে রাজাগত প্রাণ। তাইতো প্রজারাও রাজারসুখে সুখী আর রাজার মঙ্গলে আত্মনিবেদিত। রাজকর্মচারীগণও বিশ্বাস ও অচলা ভক্তিতে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে রাজকর্ম সম্পাদন করে থাকেন। দেবদহ শাক্যের মৃত্যুর পর রাজ্যাভিসিক্ত হয়ে আজ অবধি রাজা অঞ্জন সুচারু রূপে রাজ্য পরিচালনা করে আসছেন।

রাজা অঞ্জন রাজ অমাত্যকে নির্দেশ দিলেন আগামী কাল মেয়ের জন্ম কুষ্ঠি তোলা হবে, তার জন্য সকল রাজপুরোহিতদের যথাসময়ে রাজদরবারে ডেকে আনতে। রাজ অমাত্যবর্গ সপরিষদ রাজ পুরোহিতদের হাজির করলেন। রাজা অঞ্জন তার নবজাতক কন্যাকে রাজপুরোহিত জ্যোতিষ ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে আনায়ন করলেন। ব্রাহ্মণগণ গ্রহ নক্ষত্রাদি ও কন্যার শারিরীক লক্ষনাদি বিচার বিশ্লেষন করে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন- "মহারাজ, আপনার কনিষ্ঠ কন্যা মহাপ্রজাপতি গৌতমী সর্বসুলক্ষণে গুণান্বিতা। তিনি অসংখ্য নারীর দুঃখ মুক্তির কারন হবেন। তিনি খুলে দিবেন নারীদের জন্য সদ্ধর্মের বদ্ধ দুয়ার।" ব্রাহ্মণগণ আরো বললেন- "তিনি হবেন রাজমহিষী। তিনি ভাবী বুদ্ধের লালন পালনকারীনী হবেন।"

রাজপুরীতে যথা নিয়মে আদর যত্নে লালিত পালিত হতে লাগলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। শিশু সুলভ ক্রীড়া আর দুই বোনের কলকাকলিতে মুখরিত গোটা রাজপ্রাসাদ। কালে কালে শশী কলার মতন বৃদ্ধি পেতে লাগল মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বড়বোন মহামায়াদেবী। রাজপুরীতে তারা তাদের সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষা ও রাজকীয় শিল্প নন্দনে সুশিক্ষিতা হয়ে উঠলেন। হৃদ্যতার বন্ধন প্রগাঢ় হতে প্রগাঢ়তর হতে লাগল দুই বোনের মধ্যে। তারা যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল। একই দেহে দুটি প্রাণ। এভাবে তারা হয়ে উঠলেন উচ্ছল ষোড়শী। নারীসুলভ লালিত্যতার অনিন্দ্য বহিঃপ্রকাশে হয়ে উঠলেন পরিণীতা । রূপে গুণে, লাবণ্যে মাধুর্য্যে, ধর্মে কর্মে হয়ে উঠলেন সুশীলা, সর্বগুণে গুণান্বিতা, বিদুষী। তাদের দীপ্ত আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল রাজপ্রাসাদ। যেমন মেঘমুক্ত আকাশে উদিত শুক্লপক্ষের ঝলমল চাঁদ অপরূপ রূপে আলোকিত করে তোলে ধরিত্রী, ঠিক তেমনি তাদের অনাবিল রূপ জ্যোস্নায় ভরে উঠল রাজপ্রাসাদ।

---

* ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনুদিত "জাতক"-এ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পিতার নাম অনুশাক্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কপিলাবস্তু নগরী

রাজা সিংহহনুর সময় হয়েছে যুবরাজের হাতে রাজ্য সমপর্ণ করে বিশ্রাম নেবার। তিনি যুবরাজ শুদ্ধোধনের রাজ্যাভিষেক কামনা করছেন। তাই যুবরাজকে প্রথমে রাজ সিংহাসনে আসীন করে পরে সংসারধর্মে আবদ্ধ করতে হবে। রাজা হিসেবে সিংহহনু কপিলাবস্তু বাসীকে কখনো কোন কষ্টের মধ্যে রাখেননি। সর্বদা প্রজার মঙ্গল আর সুখের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতন কাজ করে গেছেন। পুত্র স্নেহে প্রজাদিগকে বুকে আগলে ধরে আছেন। ন্যায়নীতি অনুসারে যথাধর্ম রাজ্যশাসনকে ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অন্যায় আর অপরাধকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। কপিলবাসী রাজা সিংহহনু শাক্যের শাসনে এতটুকু সংশয় প্রকাশ করেনি।

প্রজারাও রাজাকে যথাযথ সম্মান ও মান্য করে চলে। রাজার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে। এখন সময় এসেছে যুবরাজ শুদ্ধোধনকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার। সুতরাং যথানিয়মে মহাসাড়ম্বরে যুবরাজ শুদ্ধোধনের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল। কপিলরাজ সিংহহনু শাক্য নব অভিষিক্ত যুবরাজ শুদ্ধোধনকে সংসার ব্যূহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে রাজ অমাত্যগনকে যথাপোযুক্ত কন্যার সন্ধানে চর্তুদিকে প্রেরণ করলেন।

মন্ত্রী অমাত্যগণ বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে দেবদহ নগরে উপনীত হয়ে তাদৃশ পাত্রীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়ে সন্তোষ চিত্তে কপিলাবস্তু নগরে ফিরে এসে রাজার নিকট তা ব্যক্ত করলেন। "রাজন, আমরা যুবরাজ শুদ্ধোধনের উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি।" শাক্যরাজ সিংহহনু প্রীতিস্বরে জিজ্ঞেস করলেন "কোথায় ও কোন বংশের ?" প্রত্যুত্তরে মন্ত্রী বললেন - "রাজন, দেবদহ নগরের রাজা অঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সর্ব গুণে গুণান্বিতা, ধর্মশীলা সুনিপুনা বিদুষী রূপবতী মহামায়াদেবী।"

রাজা সিংহহনু মন্ত্রী ও অমাত্যগনকে নানা উপঢৌকন সমেত দেবদহ রাজের নিকট যুবরাজ শুদ্ধোধনের সহিত ত্বদীয় কন্যা মহামায়াদেবীর বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করলেন।

শাক্যরাজাদের মধ্যে সিংহহনু খুবই প্রতাপশালী ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অন্যান্য শাক্যরাজ্য ছিল তাদের সীমান্ত রাজ্য। মন্ত্রী ও অমাত্যগন যথাসময়ে দেবদহ নগরে উপনীত হয়ে তাদের আসার কারন ও শাক্যরাজ সিংহহনুর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। দেবদহ রাজ অঞ্জন এই প্রস্তাবে স্বর্তঃস্ফুর্ত সম্মতি প্রদান করলেন।

মহামায়া দেবীর বিবাহ

দেবদহ নগরী আজ আলোয় আলোকিত। সুরলহরী আর বীণার তানে মুখরিত রাজপুরী। আনন্দ বিহ্বলতায় মাতোয়ারা লোকালয়। ধুসর বিবর্ণতার মলিন রেশ ঝেড়ে উৎসবের স্পর্ধিত আবেশে উন্মুখ রাজান্দরমহল। ফুল আর সৌরভে, মদ আর মদিরায় পুলকিত জনতা। হই হুল্লোড়ে, চপল রঙ্গ তামাশায় মত্ত রাজোদ্যান। জনপরিষদের কলকাকলীতে, জ্ঞাতি পরিজনের উদীপ্ত সমাগমে মুখরিত দেবদহ নগরী। রাজা অঞ্জন ব্যস্ত কর্ম যজ্ঞ দেখভাল করায়, রাণী যশোধরা ব্যস্ত জ্ঞাতি পরিজন সামলাতে, দাসদাসী ব্যস্ত সুচারু রূপে কর্ম সম্পাদনে আর অতিথিগন ব্যস্ত খুনসুটিতে। আজ এত রং আর আনন্দের মাঝেও একজন কিন্তু অতিশয় বিমর্ষ। কারন, তার প্রাণ সখা, খেলার সাথী, আত্মার আত্মা, প্রাণপ্রিয় বড় বোন মহামায়াদেবীর পরের গৃহে যাবার নিদারুন আয়োজন হতে যাচ্ছে। সে চলে গেলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী কার সাথে থাকবে, দুঃখ সুখের কথা বলবে?

বিধির বিধান, নারীর নিষ্ঠুর নিয়তি বড় হয়ে পরের ঘরে যেতে হয়। অজানা, অচেনা পরিবেশে নতুন করে সবাইকে আপন করে নিতে হয়। গড়তে হয় সব কিছু নতুনরূপে। এ যেন আমৃত্যু পরবাসে কাটানো। ধিক এই নিষ্ঠুর বিধান ! জীবন কখনো মধুর, কখনো বেদনা বিধুর। তা আজ পলে পলে ঠের পাচ্ছে মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তারপরও আহত হৃদয়ে, টালমাটাল বদনে, হৃদয় নিংড়ানো নিবিড় দুঃখ যন্ত্রণাকে দমন করে, অবাধ্য অশ্রুকে সংবরন করে, প্রাণপ্রিয় বোনকে বিদায় দিলেন আর আড়ষ্ট বদনে ঘরে ফিরে অঝোরে কাঁদলেন।

কপিলাবস্তুর যুবরাজ শুদ্ধোধন আজ পুণ্যবতী মহামায়া দেবীর পাণি গ্রহন করলেন। এ যেন সোনায় সোহাগা। যেমন নদী খুঁজে নেয় সাগরের বুক, ভ্রমর খুঁজে নেয় ফুলের সৌরভ, কপোত খুঁজে নেয় কপোতির বুক। তেমনই হল শুদ্ধোধন আর মহামায়াদেবীর যুগল বন্ধন।

মহাপ্রজাপতির বিবাহ

কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন আর রাণী মহামায়াদেবী অতীব সুখে রাজৈশ্বর্য পরিভোগ করতে লাগলেন। তারা দুইজনই অতিশয় পুণ্যবান ও পুণ্যবতী। রাজা শুদ্ধোধনের ন্যায়নিষ্ঠ শাসনে প্রজাগন সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন। এমন ধনে জনে ভরা, রত্ন ঐশ্বর্যে পরিপুর্ণ রাজ্যে কিছুরই অভাব বা কমতি ছিলনা । তারপরও রাজা শুদ্ধোধন ও মহামায়াদেবীর মন থাকত বিমর্ষ ভারাক্রান্ত। কারন, দুই তিন বছর গত হয়ে যাওয়ার পরও তাদের কোল জুড়ে কোন সন্তান এলোনা। তারা অনেক পুজা পার্বণ, ব্রত নিয়ম ও যাগ যজ্ঞাদি করে সন্তানের আশায় দিন কাটাতে লাগলেন।

মহামায়ার গর্ভে সন্তানের অংকুরোদগমন না হওয়াতে পুণ্যবতী মহাপ্রজাপতি গৌতমীও সবিশেষ দুঃখিত হলেন। তিনিও কামনায় রইলেন দিদির কোল জুড়ে জাত হউক এক সুকুমার সুন্দর। বোনের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী কল্যাণময়ী মহাপ্রজাপতি গৌতমী। বোনের এই দুঃসময়ে তারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে বোনের পাশে থাকতে।

একদিন মহারাজা সিংহহনুর কাছে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে খবর এল কপিলাবস্তুর আওতাভুক্ত পান্ডব অঞ্চলে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছে। রাজা এই বৃদ্ধ বয়সে যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, প্রজাগণ প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন। এই বিদ্রোহ এখন দমন করবে কে? বৃদ্ধ রাজা সিংহহনুর পক্ষে তা তো অসম্ভব। রাজা মন্ত্রী অমাত্যদের সহিত মন্ত্রনা করলেন। সকলে বলল- "এই উৎপীড়ন ও বিদ্রোহ দমনে যুবরাজ শুদ্ধোধনকে দায়িত্ব দেওয়া হউক ।"

রাজা সিংহহনু মন্ত্রী অমাত্য ও প্রজাদের দাবির মুখে যুবরাজ শুদ্ধোধনকে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব ভার অর্পণ করলেন। যুবরাজ শুদ্ধোধন পান্ডব বংশীয় সাম্রাজ্য লোলুপ পার্বত্য জাতির এই সহিংস বিদ্রোহ অসীম সাহসিকতা, অকুতোভয় আর বুদ্ধিদীপ্ততায় দমন করে কপিলাবস্তুতে ফিরে আসলেন। এতে শাক্যরাজ্যে স্বস্তির প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসলো। রাজা সিংহহনু পুত্রের অমিত তেজ, সমর কৌশল ও অপুর্ব বীরত্বপুর্ণ কাজের পুরস্কার ঘোষণা করলে, প্রজাগন শাক্যরাজ বংশ রক্ষার্থে নিঃসন্তান যুবরাজ শুদ্ধোধনকে দ্বিতীয় বিবাহ করবার অনুমতি চেয়ে রাজার কাছে প্রার্থনা করলেন। রাজা সিংহহনু যুবরাজ শুদ্ধোধনকে দ্বিতীয় দার গ্রহন করার অনুমতি দান করলেন। পিতা সিংহহনু ও মহামায়াদেবীর সাথে পরামর্শ করে আপন আটকুঁড়ে নাম ঘোচানোর মানসে মহামায়াদেবীর প্রাণপ্রিয়তম ছোট বোন পুণ্যবতী, ধর্মে শ্রদ্ধাশীলা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

কৃষক যেমন ফসলে রমিত হয়, মৎস যেমন জলে রমিত হয়, নারী যেমন সন্তানে রমিত হয়, বৃক্ষ যেমন ফুল আর ফলে রমিত হয়, সাধক যেমন সাধনায় রমিত হয়, মৌ যেমন মধুতে রমিত হয়, ধর্মচারী যেমন ধর্মে রমিত হয়, গন্ধ যেমন বায়ুতে রমিত হয়, ফুল যেমন মালার বন্ধনে রমিত হয়; ঠিক তেমনি বহুদিন পর দুই আত্মজা নব প্রাণের বন্ধনে রমিত হল। হারানো নিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দে দুই বোন আবার রমিত হল শুদ্ধোধনের রাজ আগারে।

এভাবে কেটে গেল বহুদিন। সমস্ত সুখের মাঝেও বিষাদের রেশ যেন আর কাটেনা। নিঃসন্তান গৃহ যেন অঙ্গারশালা সদৃশ। তবুও অচলা বিশ্বাস আর ভাগ্যের পরাকাষ্ঠে নিজেকে সঁপে দিয়ে অর্হনিশ কষ্ট বুকে নিয়ে দিনাতিপাত করে যাচ্ছেন রাজা শুদ্ধোধন আর রাণী মহামায়াদেবী। সব কিছুর শেষ আছে । দুঃখ কষ্ট যেমন আছে আবার তার শেষও আছে। একদিন রাণী মহামায়াদেবী স্বপ্নযোগে শ্বেত হস্তী দেখলে রাজা তা গনক দ্বারা গনিয়ে পুত্র লাভের শুভ সংবাদ শুনে অতিশয় প্রফুল্ল হলেন। মহামায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন ভাবী বুদ্ধ। দশমাস দশদিন পরিপুরণে রাণী মহামায়াদেবী পিতৃগৃহে যাওয়ার প্রাক্কালে লুম্বিণীর নন্দন কাননে এক সুন্দর সুকুমার শিশু প্রসব করলেন। মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হলেন জগৎ ত্রাতা মহামানব বুদ্ধ।

মহামানব সিদ্ধার্থের জর্ম্মের তৃতীয় দিবসে পুণ্যবতী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কোল আলো করে জর্ম্ম নিলেন আরেক শিশু। যার নাম কুমার নন্দ। মহামানব সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

কুমার সিদ্ধার্থকে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর লালন পালন

রাজকীয় নিয়মে সদ্যজাত রাজপুত্রের নামকরণ করার ব্যবস্থা করা হল। রাজকুল পুরোহিত কালদেবল নবজাতককে দর্শন করে রাজাকে বললেন - "হে মহারাজ! এ শিশুর দেহে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ বিদ্যমান। তার কাছে রাজছত্র তুচ্ছ। তার ধর্মের ছায়াতলে এই জগৎ মহাশান্তি লাভ করবেন। হে রাজন, ইহা আপনার পুর্ব পুর্ব কৃত মহাপুণ্যের ফল। আপনার পুর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে মনোবাসনা "সব্বার্থ সিদ্ধ" হয়েছে। তাই এ শিশুর নাম রাখবেন সিদ্ধার্থ। মহাপ্রজাপতি গৌতমী এ শিশু প্রতিপালন করবেন, তার জন্য শিশুর নাম রাখবেন গৌতম এবং শাক্যকুলে জর্ম্ম হেতু নাম রাখবেন শাক্য-সিংহ। যখন মহাতপস্যায় জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হবেন, তখন তার নাম হবে "বুদ্ধ"। অতপর কালদেবল আকাশমার্গে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মহামায়াদেবীর সহোদরা, রাজা শুদ্ধোধনের দ্বিতীয় মহিষী রূপে গুণে বিদুষী। স্নেহ ও করুণার মুর্তিমান প্রতিচ্ছবি। জম্মদিন থেকেই সিদ্ধার্থ কুমারকে পরম মমতায়, অনিন্দ্য স্নেহে কোলে তুলে নিলেন, উদরগত করালেন তার বক্ষ নিঃসৃত ক্ষীর। এ ভাবে সপ্তাহকাল অতিবাহিত হল। সপ্তম দিবসে মহাপ্রজাপতি গৌতমী নাতিশীতোষ্ণ জলে স্নান করালেন কুমার সিদ্ধার্থকে, বিচিত্র বর্ণের বহুমুল্য রত্নাভরনে সজ্জিত করালেন এবং মঙ্গলময় কৌষেয় বস্ত্রে আবৃত করে প্রবেশ করলেন মহামায়াদেবীর গৃহে। পালঙ্কোপরি অর্ধশয়ন অবস্থায় স্থিত আছেন মহামায়াদেবী। মহাপ্রজাপতি গৌতমী হাসতে হাসতে কুমার সিদ্ধার্থকে তুলে দিলেন মহামায়াদেবীর অঙ্কে। সহাস্য চিত্তে আপন সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে বসলেন মহামায়াদেবী। চোখ তুলে থাকালেন সহোদরার দিকে। এই চোখ যেন কোন না বলা কথা ব্যক্ত করার উপায় খুঁজছে। মহামায়াদেবীর চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তপ্ত অশ্রুধারা। বোনের চোখের সলিলধারা দেখে আতঁকে উঠলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। "দিদি, তোমার চোখে অশ্রুধারা?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। "যার এমন সর্বসুলক্ষণযুক্ত ননীর পুতুল সুকুমার আছে তার আবার দুঃখ কিসের?" প্রত্যুত্তরে মহামায়াদেবী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন "দুঃখ! দুঃখ কিসের বোন। রাজা শুদ্ধোধনের মত স্বামী, কুমার সিদ্ধার্থের মত জগৎ বিখ্যাত শিশু, তোমার মত সহোদরা যার, তার আবার দুঃখ কিসের? বরং বলতে পারো আমার মত ভাগ্যবতী আর অন্য কেউ নেই।" মহামায়াদেবী বলতে লাগলেন -"তবে জান কি বোন, আজ কুমার সিদ্ধার্থের জর্ম্মের সপ্তম দিন। যে মা ভাবী বুদ্ধকে গর্ভে ধারণ করেছে সে আর অন্য সন্তানের জননী হতে পারেনা। সপ্তম দিবসে তার পরলোকে গতি হয়।

তাই আজ আমার জগৎ হতে মায়ামুক্ত হওয়ার দিন।" এই বলে একটু থামলেন মহামায়াদেবী। তারপর ধীরে ধীরে কুমার সিদ্ধার্থকে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর হাতে তুলে দিতে দিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে কুমারের পানে তাকালেন এবং কাঁন্না জড়িত কণ্ঠে বললেন "আজ আমি তোমাদের সবাইকে ছেড়ে মহাপ্রয়াণ করব। আজ হতে কুমার সিদ্ধার্থ তোমারই সন্তান বোন। আদর যত্নে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব সর্বতোভাবে তোমারই উপর।" এই বলে চুপ করলেন মহামায়াদেবী। মহাপ্রজাপতি গৌতমী অশ্রু সিক্ত নয়নে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। সায়াহ্নে সুর্য্যাস্তের সাথে সাথে ভাবী বুদ্ধমাতা মহারাণী মহামায়াদেবীর জীবন সুর্য্যও অস্তমিত হল।

সপ্তম দিবসে রাণী মহামায়াদেবী কালগত হলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী কুমার সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তার ঔরসজাত সন্তান কুমার নন্দের দায়ভার একজন বিশ্বস্থ ধাত্রীর হাতে তুলে দিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ধাত্রীকে বললেন "তুমি আমার সন্তানের লালন পালনের দায়িত্বভার সুচারু রূপে পালন কর। আমি কুমার সিদ্ধার্থের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহন করেছি। কাজেই নন্দকে প্রতিপালনে তোমার কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিও।" এই বলে তিনি কুমার সিদ্ধার্থকে কোলে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। রাজা শুদ্ধোধন মহামায়াদেবীর মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে অগ্রমহিষীর আসন দান করলেন।

মাসী, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কুমার সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার নিয়ে মায়ের শুন্য স্থান পুরণ করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বক্ষ নিঃসৃত দুগ্ধ পানে, তারই স্নেহে নিষিক্ত হয়ে এবং তারই আদর যত্নে, তারই কোলে কুমার সিদ্ধার্থ শুক্লপক্ষের চাঁদের ন্যায় দিন দিন বাড়তে লাগলেন। পোষা শশক ও মৃগশাবক, ময়ুর ও মরাল ছিল শৈশবে তার খেলার সাথী। নুপুর পায়ে ঝুন ঝুন শব্দে ছুটে বেড়াতেন তিনি রাজ প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে। নুপুর নিক্কন অনুসরনে তাকে তাড়া করে ফিরত ময়ুর ও মরাল। কখনো বা তিনিই তাড়া করে ফিরতেন শশক ও মৃগশাবককে। কখনো বা কোকিলের কণ্ঠে সুর মেলাতেন তিনি। হাতের তুড়িতে নাচত ময়ুর পেখম তোলে। এভাবে হেসে খেলে, নেচে গেয়ে কাটছিল তার স্বপ্নময় শৈশবের দিনগুলি। রাজা শুদ্ধোধনও মাতৃহারা সন্তানকে রেখে কোথাও যেতেন না। কোথাও গেলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। অথবা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সান্নিধ্যে রেখে যেতেন।

কুমার সিদ্ধার্থ পিতা শুদ্ধোধন ও বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনাবিল স্নেহে

কৈশোরে শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে সর্ব বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। কিন্তু, শৈশবকাল থেকে দেখা যেত, কি এক ভাবনায় সিদ্ধার্থ তম্ময় হয়ে যেতেন। রাজা শুদ্ধোধন ভেবে ছিলেন হয়ত বয়স হলে তার এই ভাবে তম্ময় হয়ে যাওয়াটায় ভাটা পড়বে। কিন্তু তার এই চিন্তায় তম্ময় হয়ে যাওয়ার ভাবটা এখনো বিদ্যমান রয়ে গেল। তাই রাজা শুদ্ধোধন মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধার্থকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করলেন। সিদ্ধার্থের উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচনের জন্য অশোক ভান্ড বিতরণের আয়োজন করলেন। রাজা শুদ্ধোধনের শ্যালক ও বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভ্রাতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা গোপাদেবীর (যশোধরা) সাথে সিদ্ধার্থের বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

একদিন সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমনে যেতে চাইলে রাজা শুদ্ধোধন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ব্যবস্থা করলেন। ভাবী বুদ্ধ এভাবে চার চার বার নগর ভ্রমনে বের হয়ে জরাগ্রস্থ, ব্যাধিগ্রস্থ, মৃত মানুষ ও সন্ন্যাসী দর্শন করে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহাভিনিষ্ক্রমন করবার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন। সেই সময় দুত এসে তাকে সংবাদ দিল তার এক পুত্র সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে। তা শুনে ভারাক্রান্ত মনে নির্লিপ্ত বদনে শুধু দুটি কথা বললেন "রাহু জাতো, বন্ধনং জাতো"। অতঃপর সিদ্ধার্থ সিদ্ধান্ত নিলেন "আজই আমি মহাভিনিষ্ক্রমন করব।" তিনি পিতা শুদ্ধোধনের কাছে গিয়ে তার ইচ্ছার কথা জানালেন। পিতা শুদ্ধোধন তার এই মর্মন্তুদ কথা শুনে যারপরনাই দুঃখিত হলেন, শোকে হলেন ম্রীয়মান। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও স্ত্রী গোপাদেবী শোকে হলেন মুর্ছিত। জগৎ ত্রাতা মহাস্বত্ত্ব ভাবী বুদ্ধ পরম জ্ঞানের সন্ধানে আজ হলেন বর্হিগত, ছিন্ন করলেন সংসার মোহের নাগপাশ, মোহ আর অজ্ঞতার মুলে কুঠারাঘাত করে বিদীর্ণ করলেন জন্মান্তরের সমস্ত গ্লানি।

বুদ্ধের কপিলাবস্তু গমন

রাজকুমার গৌতমের সম্বোধি লাভ এবং রাজগৃহে ধর্ম প্রচারের সংবাদ বণিকদের মাধ্যমে কপিলাবস্তুতে ছড়িয়ে পড়ল। তখন রাজা শুদ্ধোধন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও গোপা দেবী প্রাণ প্রতিম মহাপুরুষকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ব্যাকুলতা দেখে রাজা শুদ্ধোধন বুদ্ধকে তার জন্মভুমি কপিলাবস্তুতে আমন্ত্রন জানানোর জন্য বহু লোক পাঠালেন। কিন্তু, লোকগুলো রাজগৃহের বেণুবনে গিয়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে যান, কিন্তু বুদ্ধকে কপিলাবস্তু গমণের আমন্ত্রন তারা জানাতে পারলেন না। এভাবে বুদ্ধকে নিজ রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে রাজা শুদ্ধোধনের অন্যতম মন্ত্রীপুত্র গৌতমের বাল্যবন্ধু কালুদায়ীকে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে বুদ্ধকে স্বদেশে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। কালুদায়ী বুদ্ধের ধর্মের সুগভীর উপদেশ শুনে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হন। কুশল কর্মের প্রভাব হেতু ভিক্ষু কালুদায়ী অচিরেই অর্হত্ব মার্গফল লাভ করলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে কালুদায়ী বুদ্ধকে পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তুতে যাওয়ার স্বশ্রদ্ধ প্রার্থনা জানালেন। মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তার প্রার্থনা সাদরে অনুমোদন করলেন। কালুদায়ী আকাশমার্গে উড়ে গিয়ে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধনকে খবর দিলেন গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু আসছেন। সাত বছর পর গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু তথা আপন পিতৃভুমে পৌছলেন। বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে আসছেন এই সংবাদ শুনে সমস্ত কপিলাবস্তুবাসী উল্লসিত হয়ে উঠলেন। শাক্যগন সশিষ্য বুদ্ধের বাসের জন্য কপিলাবস্তু নগরীর উপকণ্ঠে "ন্যাগ্রোধ আরাম" প্রস্তুত করলেন।

পরদিন সকালে স্নানান্তে সশিষ্য বুদ্ধ ভিক্ষাচরণে বের হলেন। এ খবর শুনে যশোধরা স্থির থাকতে পারলেন না। পুত্র রাহুলকে সাথে নিয়ে তিনি রাজা শুদ্ধোধনের সম্মুখে স্থিত হয়ে বললেন- "আর্যপুত্র নগরে সশিষ্য ভিক্ষার জন্য বের হয়েছেন। পিতঃ এটা রাজকুলের জন্য অগৌরবের নয় কি? তাকে কি রাজবাড়ীতে আহারের জন্য আমন্ত্রন জানানো হয়নি?" এ কথা শুনে রাজা শুদ্ধোধন ভিক্ষাচর্যায় রত বুদ্ধের নিকট গিয়ে বললেন- "রাজধানীতে এসে ভিক্ষাচরণ করলে রাজা ও রাজকুলের অগৌরব হবে।" তখন বুদ্ধ বললেন- "ভিক্ষাচরণে জীবনধারন করা বুদ্ধগণের কুল প্রথা। আমি ঐতিহ্য ভঙ্গ করিনি। আমি আপনার পুত্র ছিলাম। এখন আমি সর্বজ্ঞাত জ্ঞান প্রাপ্ত "সম্যক সম্বুদ্ধ"। আমার অগ্রজ বুদ্ধগণও আমার মতই ভিক্ষাচরণে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আমি অগ্রজের ঐতিহ্য রক্ষা করছি। আমি আপনার রাজার ঐতিহ্য রক্ষা করব কেন?" অতঃপর রাজপথে দাঁড়িয়েই বুদ্ধ রাজাকে বললেন -

" উত্তিটঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরমহি চ।"

"অপ্রমত্তভাবে জাগ্রত চিত্তে কল্যাণ ধর্ম আচরন করুন। কল্যাণধর্ম আচরনকারী ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করে।"- এই ধর্মদেশনা শুনে শুদ্ধোধন সেই রাস্তায় দাঁড়িয়েই স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। স্রোতাপন্ন পিতা রাজা শুদ্ধোধন তথাগত বুদ্ধকে রাজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। রাজ প্রাসাদে উপনীত হয়ে তথাগত বুদ্ধ "ধম্মঞ্চরে সুচরিতং" প্রভৃতি গাথা সহকারে ধর্মদেশনা করলেন। তৎ শ্রবনে রাজা শুদ্ধোধন সকৃতগামী মার্গফল লাভ করলেন। বুদ্ধের আগমনের দ্বিতীয় দিবসে নন্দ রাজকুমার প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহন করেন। সপ্তম দিবস রাহুল প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা নেন।

অতঃপর এক দিবসে পিতা রাজা শুদ্ধোধন নিজ ভবনে ষোড়শ সহস্র ভিক্ষুসহ ভগবান বুদ্ধকে যবাগুখাদ্যাদি দান দিয়ে ছিলেন। ভোজন সমাপানান্তে বিবিধ আলাপচারিতায় রাজা শুদ্ধোধন পুত্র বুদ্ধকে বললেন "ভদন্ত; আপনি যখন বুদ্ধত্ব লাভের জন্য কঠোর সাধনা করছিলেন তখন এক দেবতা আকাশে আসীন হয়ে আমায় বলেছিলেন, 'তোমার পুত্র সিদ্ধার্থ কুমার অনাহারে মারা গেছে।' একথা শুনে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন কি?' না, আমি বিশ্বাস করিনি। দেবতা আকাশে আসীন হয়ে আমায় বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি তাকে এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম যে, আমার পুত্র বোধিদ্রুমমুলে বুদ্ধত্ব লাভ না করে পরিনির্ব্বাণ লাভ করবেনা।' তা শুনে পিতা রাজা শুদ্ধোধনকে পুত্র বুদ্ধ বললেন "পিত, আপনি শুধু এ জন্মে নয়, পুর্ব্বেও, মহাধর্মপালের সময়ে এক সুবিখ্যাত আচার্য এসে আপনাকে বলেছিল যে, আপনার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে; এমনকি তিনি আপনার বিশ্বাসের জন্য অস্থি পর্যন্ত দেখিয়ে ছিলেন; কিন্তু, আপনি তার কথা বিশ্বাস করেন নি, বলেছিলেন যে আপনার বংশে কেউ তরুন বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়না। অতএব এখন কেন তার কথা বিশ্বাস করবেন ?"

অনন্তর রাজা শুদ্ধোধনের অনুরোধে বুদ্ধ অতীত জন্মের কাহিনী মহাধর্মপাল জাতক দেশনা করলেন। দেশনা শেষে রাজা শুদ্ধোধন অনাগামী ও মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাধর্মপাল জাতক ও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারণসীর রাজা ছিলেন তখন কাশীরাজ্যে ধর্মপালগ্রাম নামে একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামে ধর্মপাল বংশের বাস ছিল বলেই এর নাম হয়েছিল ধর্মপাল গ্রাম। এই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পন্ডিত বাস করতেন। তিনি ছিলেন দশকুলধর্ম বিচারী অর্থাৎ অহিংসা, অচৌর্য ইত্যাদি দশ প্রকার কুশলধর্ম তিনি জানতেন। তাকে লোকে বলত ধর্মপাল। তার পরিবারের সব লোক ও দাসদাসীরা পর্যন্ত দানশীল ছিলেন। তারা শীল রক্ষা করে চলত এবং উপোসথব্রতাদি পালন করত।

বোধিসত্ত্ব এই বংশে ধর্মপালের পুত্ররুপে জন্মগ্রহন করেন। তার নাম রাখা হল ধর্মপালকুমার। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার পিতা তাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় এক আচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্ব তথা ধর্মপালকুমার তক্ষশিলায় গিয়ে এক সুবিখ্যাত আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলেন। এই আচার্যের পাঁচশত শিষ্য ছিল। কালে কালে বোধিসত্ত্ব তথা ধর্মপালকুমার সেই সব শিষ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন। একদিন আচার্যের জ্যেষ্ঠ্য পুত্রটির তরুন বয়সেই মৃত্যু হল। আচার্য ছাত্রদের ও জ্ঞাতিবন্ধুদের সাথে পুত্রশোকে অভিভুত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে গেলেন। সেখানে তিনি পুত্রের শরীরকৃত্য আরম্ভ করলেন। তখন তিনি নিজে, তার আত্মীয় স্বজন ও শিষ্যগণ রোদন করতে লাগলেন। একমাত্র বোধিসত্ত্ব তথা ধর্মপালকুমার রোদন করলেন না।

অতপরঃ আচার্যের পাঁচশত শিষ্য শ্মশান হতে ফিরে এসে আচার্যের কাছে বসে খেদ করতে লাগলেন, সদাচার সম্পন্ন এক তরুন বালক এত অল্প বয়সে মাতা পিতার গৃহ শুন্য করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন ধর্মপালকুমার বললেন, "তোমরা বলছ তরুন বয়স্ক। তরুন বয়সে মৃত্যু হওয়া অসঙ্গত।" তখন অন্যান্য শিষ্যেরা বলল, "তুমি জান না, সমস্ত প্রাণীই মরনশীল?" তখন ধর্মপালকুমার বোধিসত্ত্ব বললেন, "জানি, তবে তরুন বয়সে কেউ মরেনা, বৃদ্ধ বয়সেই মরে।" শিষ্যরা আবার বললেন, "সমস্ত সংস্কার, সমস্ত জীবনই তো অস্তিত্বহীন।" বোধিসত্ত্ব তথা ধর্মপালকুমার বললেন, "সমস্ত প্রাণীর জীবন অনিত্য তা জানি, তবে সকলে বৃদ্ধ বয়সেই অনিত্যতা প্রাপ্ত হয়।" তখন শিষ্যরা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাই ধর্মপাল, তোমাদের বংশে কেউ কখনো তরুন বয়সে মরে না ?" ধর্মপালকুমার বললেন, "আমাদের বংশে অল্প বয়সে কেউ মরে না, বৃদ্ধ হলেই মরে। এটা হলো আমাদের বংশেরই রীতি। পুরুষ পরম্পরা আমাদের এই নিয়মই চলে আসছে।"

শিষ্যেরা আচার্যকে এই কথা বললে, আচার্য তখন ধর্মপালকুমারকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস, তোমাদের বংশে তরুন বয়সে কেউ মরে না একথা কি সত্য ?" ধর্মপালকুমার উত্তর করলেন, "হ্যাঁ গুরুদেব, সত্য।"একথা শুনে আচার্য চিন্তা করলেন, এ অতি আশ্চর্যজনক কথা বলছে। আমি এর পিতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব। যদি একথা সত্য হয় তাহলে আমি তার অনুষ্ঠিত ধর্ম অবলম্বন করব। এর পর আচার্য তার পুত্রের পারলৌকিক সদগতির উদ্দেশ্যে ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলেন। সাত আট দিবস পর তিনি ধর্মপালকুমারকে ডেকে বললেন, "বৎস, আমি প্রবাসে যাব। যতদিন না ফিরি ততদিন তুমি শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষা দিবে।" এই বলে ছাগের একটি অস্থি নিয়ে সেটাকে ধুয়ে থলিতে পুরলেন। তারপর একজন বালক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে যাত্রা করলেন।

যথাকালে তিনি ধর্মপালগ্রামে পৌছলেন এবং ধর্মপালকুমারের পিতৃগৃহের খোঁজ নিয়ে সেই বাড়ীর দ্বারদেশে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর বাড়ীর এক ভৃত্যকে দেখে বললেন, "যাও গৃহস্বামীকে খবর দাও, তার পুত্র ধর্মপালকুমারের আচার্য দ্বারদেশে উপস্থিত।" ভৃত্য মহাধর্মপালকে এ খবর জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এসে আচার্যকে পরম সমাদরে অর্ভ্যথনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং তার হাত-পা ধুয়ে দিয়ে তাকে পালঙ্কে বসিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তারপর আচার্যকে ভোজন করালেন। আহার শেষে আচার্য আসন গ্রহন করে কথা প্রসঙ্গে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র ধর্মপাল কুমার খুব প্রজ্ঞাবান ছিল। সে তিন বেদ ও অষ্টাদশ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটি অসুখ হওয়ায় সে মারা গেছে। সংসার মাত্রই অনিত্য। অতএব আপনি শোক করবেন না।"

একথা শুনে ব্রাহ্মণ করতালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।
আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হাসছেন কেন ?"
ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার পুত্র মরেনি। হয়ত অন্য কেউ মরে থাকবে।"
আচার্য বললেন, "এই দেখুন তার অস্থি। এবার তো বিশ্বাস করবেন।"
ব্রাহ্মণ বললেন, "আমার পুত্র মরেনি। এ ছাগ কিংবা কুকুরের অস্থি। আমাদের বংশে একশত বছরের মধ্যে তরুন বয়সে কেউ মরেনি। আপনি অলীক কথা বলছেন।"

এমন সময় বাড়ীর ভিতরে যারা ছিল তারা সকলেও হাততালি দিয়ে অট্টহাস্য করল। তখন আচার্য বুঝতে পারলেন ধর্মপালকুমারের কথা সত্য। আচার্য এবার প্রসন্ন হয়ে বললেন, " ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র জীবিত আছে। সে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং তার উপর আমার অন্য সব শিষ্যদের বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়ে এখানে এসেছি আমি। আপনার পুত্র আমাকে বলেছিল আপনাদের বংশে তরুন বয়সে কারো মৃত্যু হয়না। আমি এখন আপনার কাছে তার কারন জানতে চাই।" আচার্য গাঁথায় বললেন-

১) চরিত্রের কোন গুণে, কি ব্রত কি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন
তব কুলে জন্মে যারা, তরুন বয়সে তারা মরে না কখন?

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ ধর্মপাল যে যে গুণের প্রভাবে তার বংশে কারো অকালমৃত্যু হয়না, সেই সেই গুণগুলি কয়েকটি গাথার মাধ্যমে তিনি বললেন -

১) ধর্ম পথে চরি; মিথ্যা নাহি বলি;
পাপকর্ম করি নিয়ত বর্জন;
যা কিছু অনার্য্য সমস্তই ত্যাজ্য;
তাই তরুনের হয়না মরণ।
২) সদা সৎধর্ম করিয়া শ্রবণ;
অসতে আসক্ত হই না কখন;
ত্যাজিয়া অসৎ ভজি সদা সৎ;
তাই তরুনের হয়না মরণ।
৩) দানের পুর্বেতে সুপ্রসন্ন মন;
দানকালে প্রীতি প্রফুল্ল বদন;
দিয়া অনুতাপ করিনা কখন;
তাই তরুনের হয়না মরন।
৪) শ্রমন, ব্রাহ্মণ, পথিক, যাচক,
দরিদ্র, ভিখারী দ্বারস্থ যে জন;
পানীয় আহারে তুষি সবাকারে;
তাই তরুনের হয়না মরন।
৫) স্বামী সতীব্রত, ভার্য্যা পতিব্রতা;
পরস্ত্রী যখন করি দর্শন
সযতনে মোরা ব্রহ্মচর্য্য পালি;
তাই তরুনের হয়না মরন।
৬) সতী স্ত্রীর গর্ভে জনমে সন্তান;
মেধাবী, ধার্মিক, বহুপ্রজ্ঞাবান
সর্ব্ব শাস্ত্রবিদ বেদপরায়ণ;
তাই তরুনের হয়না মরন।
৭) মাতা, পিতা, স্বসা, ভ্রাতা, দারা, সুত
স্ব-স্ব ধর্মপথে করি বিচরণ
দেহান্তে সদগতি পাইবার আশে;

তাই তরুনের হয়না মরন।
৮) দাস দাসী আর অনুজীবিগণ;
ভৃত্য ভৃত্যা গৃহে আছে যত জন,
ধর্মপথে চরে পরলোক তরে;
তাই তরুনের হয়না মরন।

অতঃপর ব্রাহ্মণ আরো দুটি গাথায় ধর্মচারীগণের গুণকীর্তন প্রকাশ করলেন ঃ

১) ধর্ম পথে চরে; ধর্ম রক্ষে তারে;
ধর্ম সাধুশীলে করে সুখদান;
এই পুরস্কার ধর্মে মতি যার;
ধার্মিকের নাহি ঘটে অকল্যাণ।
২) ধর্ম পথে চরে; ধর্ম রক্ষে তারে;
ছত্র রক্ষে যথা বর্ষার সময়;
এই অস্থি অন্যের ধর্মপাল মোর;
ধর্মে সুরক্ষিত; মরেনি নিশ্চয়।

একথা শুনে আচার্য বললেন - "আমি অতি শুভক্ষণে এখানে এসেছি; আমার আগমন সুফলপ্রদ হয়েছে, নিস্ফল হয়নি।" তিনি হৃষ্টচিত্তে ধর্মপাল কুমারের পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন- "আমি আসবার সময় আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্য এই ছাগাস্থি গুলি এনেছিলাম। আপনার পুত্র সুস্থ আছে। আপনি যে ধর্ম রক্ষা করেন তা আমাকে বলুন।" অনন্তর আচার্য ধর্মগাথাগুলো একটি কাগজে লিখে নিলেন এবং সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করে তক্ষশীলায় ফিরে গেলেন এবং ধর্মপালকুমারকে সমস্ত বিদ্যাদান পুর্বক বহু অনুচরসহ গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

মহারাজ শুদ্ধোধনকে এইরূপ ধর্মকথা শ্রবণ করিয়ে ভগবান সত্যসমুহ ব্যাখ্যা করলে রাজা শুদ্ধোধন অনাগামীত্ব লাভ করলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্রোতাপত্তি মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তখন বুদ্ধ ভগবান আরো বললেন- "ধর্মপাল কুমার ছিলাম আমি (বুদ্ধ), পিতা ছিলেন আপনি (রাজা শুদ্ধোধন) মাতা ছিলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং আচার্য ছিলেন সারিপুত্র।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর চীবর দান

কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে মহাপ্রজাপতি গৌতমী তথাগত বুদ্ধকে প্রথম দর্শন করে কতো কথাই না ভাবছিলেন - "এই তো আমার স্নেহপ্রতিম পুত্র সিদ্ধার্থ। জন্মের মাত্র সপ্তম দিবসে সদ্য মাতৃহারা যে' শিশুকে আমি বক্ষে তুলে নিয়েছিলাম, সেই দিনই আমার মাতৃহৃদয় হয়েছিলো অপুর্ব স্নেহ মমতার অমিয় ধারায় সিক্ত, প্লাবিত। সিদ্ধার্থকে কোলে নিয়েই সেদিন আমার তৃষিত হৃদয়ে প্রথম অনুভব করেছিলাম অভাবনীয় মাতৃস্নেহের আকুল করা মধুর মোহন স্পর্শ। আমার প্রাণ হতে প্রাণ, বাণী হতে বাণী, আলো হতে আলো, মাতৃহৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাট সিদ্ধার্থ যখনি যা চাইতো, তখনি তা দিয়ে হাসি খুশি আনন্দে তাকে মগ্ন রাখতাম। সারাক্ষণ আকুল দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে, সযতনে প্রাণের ঘেরায় রেখে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতা উজাড় করে দিয়েও যেন আমার তৃপ্তি হতো না। এমন করে প্রাণাধিক পুত্র তার জীবনের উনত্রিশটি বছর আমার স্নেহের ছায়ায় অতিবাহিত করেছিলো।

সেই দিনের মতন আজও আমার পুত্রের হাতে কিছু দেবার ইচ্ছায় অতৃপ্ত এ মাতৃহৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠছে। কিন্তু, আজ পুত্র তো আমার বিরাগী। সদ্য বৃন্তচ্যুত গোলাপের মতন সেদিনের মাতৃহারা ছোট শিশুটি, আজ মহামানব বুদ্ধরূপে আবির্ভুত হয়ে বিশ্বজগতকে তৃপ্ত করছেন আলোক দানে। আমার সেই ক্ষুদ্র অঞ্চলের নিধি, আজ বিশ্বের অদ্বিতীয় মহানরত্ন রূপে বিরাজমান। তাকে এখন কি দিয়ে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্খা পুর্ণ করতে পারি। যা দিয়ে প্রাণে আমার শান্তি পাবো, দানের প্রগাঢ় স্পৃহা তৃপ্ত হবে। এ বিরাগী পুত্রতো এখন ভোগ বিলাসের অতীত। দেব বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতিও তো ইনি বীত স্পৃহ। তাকে দেওয়ার মতো একমাত্র যোগ্য বস্তু দেখছি কাষায় বস্ত্র। হ্যাঁ, তাকে দু'খানা কাষায় বসনই দেবো। তা আমার প্রাণপ্রতিম পুত্রের সোনার বরণ দেহ জড়িয়ে থাকবে।

নগরে অতি মহার্ঘ উৎকৃষ্টতম ক্ষৌমবস্ত্র আছে বটে, কিন্তু তাতে তো চিত্ত প্রসাদ লাভ করতে পারবো না। যদি আমি স্বহস্তেই সুতা কেটে, বস্ত্র বয়ন করে, সেলাই ও রঞ্জন কার্য সম্পন্ন করে দু'খানা কাষায় বসন আমার পুত্রের হস্তে সমর্পন করতে পারি, তবেই আমার পুর্ণ হবে অভিলাষ, সংকল্প হবে চরিতার্থ এবং পরিশ্রমও হবে স্বার্থক।" এ চিন্তার পর রাজমহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপন সংকল্পের পুর্ণতা প্রাপ্তির মানসে কাজে অগ্রসর হলেন পুর্ণোদ্যমে।

অতঃপর তথাগত বুদ্ধ কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান কালে মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপন হস্তে তৈরীকৃত দু'খানা কাষায় বস্ত্র সগৌরবে শিরে স্থাপন করে ভগবান সম্মুখে

উপস্থিত হলেন। সসম্মানে বন্দনার পর মমতাময় কণ্ঠে তথাগত বুদ্ধকে নিবেদন করলেন - "ভন্তে ভগবান, আপনার উদ্দেশ্যে এ বস্ত্র দু'খানা প্রস্তুত করেছি। নিজেই কার্পাস সুতা আহরণ করে, নিজ হাতেই পেষণ ও ধুনন কার্য সম্পন্ন করেছি। স্বহস্তেই অতি সুক্ষ্ম সুতা কেটে, সযতনে দু'খানা চীবর প্রস্তুত করে এনেছি। ভগবান, আমার প্রতি করুনা করে বস্ত্র দু'খানা গ্রহন করুন।"

বুদ্ধ বললেন- "গৌতমী, তোমার বস্ত্র দু'খানা সংঘকে দান করো। সংঘকে দান করলে আমিও পুজিত হব, সংঘও পুজিত হবে। এতে দানের ফলও হবে বিপুলতর।" রাণী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর একান্ত ইচ্ছা, এ বস্ত্র বুদ্ধকেই দান করবেন। কিন্তু, বুদ্ধের আদেশ অন্যরূপ। তাতে রাণীর মনোবাসনা পুর্ণ হচ্ছেনা দেখে, তিনি বুদ্ধকে পুনরায় অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ পুর্বোক্ত মতই পোষন করলেন।
গৌতমীর মন তাতে কিছুতেই সাঁই দিচ্ছিল না। তার এতো দিনের সকল উদ্দীপ্ত বাসনা ও পরিকল্পনা যেন সমুলে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তাই তিনি তৃতীয়বার কাতরস্বরে প্রার্থনা করলেন- "ভগবান, আপনার উদ্দেশ্যেই এ বস্ত্র দু'খানা প্রস্তুত করেছি। আপনি যদি এ বস্ত্র গ্রহণ করেন তবে পরম সান্ত্বনা লাভ করব।"

বুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন- "মহান সংঘে দান করলে বুদ্ধ আর সংঘ একই সঙ্গে পুজিত হবে এবং উভয় দিক থেকেই তোমার মহাকল্যাণ সুচিত হবে।"

সে সময় বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবির তথাগত বুদ্ধ ও রাজমহিষী গৌতমীর কথোপকথন শুনলেন এবং দেখলেন যে, সুগত গৌতমীর অনুরোধ তিনবারই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন রাণীর পক্ষাবলম্বন করে তিনি বিনীত বাক্যে বললেন - "ভন্তে ভগবান, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপনার বহু উপকারিনী। আপনার মাতৃরূপিনী মাতৃস্বষা। আপনার জননীর মৃত্যুর পর ইনিই তার স্তন্যদানে আপনাকে পোষণ করেছেন। তিনিই আপনার শরীর বর্দ্ধনকারিণী। আপন বক্ষে রেখে সস্নেহে আপনাকে লালন পালন করেছেন। সুতরাং আমি প্রার্থনা করছি, আপনি করুনা পরবশ হয়ে গৌতমীর স্বহস্তে প্রস্তুতকৃত এ চীবরদ্বয় গ্রহন করুন।"

আনন্দ আরো বললেন - "ভগবানও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মহা-উপকারী। যেহেতু, ভগবানের উপদেশেই তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্না এবং তৎপ্রতি হয়েছেন অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্না। আর্যকান্ত শীলগুণেও হয়েছেন বিভুষিতা। আপনার উপদেশেই গৌতমী চারি আর্যসত্য সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হয়েছেন। এ সব কারনে আপনিও গৌতমীর মহাউপকারী।"

তথাগত বুদ্ধ ভগবান আনন্দের অনুরোধ শ্রবণে তার প্রত্যুত্তরে বললেন - (১) " ইহা

এরূপই আনন্দ, গুরুর উপদেশ শুনে শিষ্য যদি বুদ্ধ ধর্ম সংঘের শরণাপন্ন হয়, তাহলে এটা শিষ্যের মহা-উপকারই করা হয়। এ উপকারের প্রত্যুপকার মানসে শিষ্য যদি উপদেষ্টা গুরুকে সগৌরবে পদপ্রান্তে লুটিয়ে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম দ্বারা এবং চীবর, পিন্ডপাত, শয়নাসন ও রোগের ঔষধ পথ্যাদি দানের দ্বারা, এমন কি উচ্চতায় ৮৪ হাজার যোজন রাশিকৃত যাবতীয় দানীয় সামগ্রী সসাগরা মহাপৃথিবী পরিপূর্ণ করে দান করলেও উপদেষ্টা গুরুর উপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার বা প্রতিদান হয় না, অর্থ্যাৎ ঋণমুক্ত হয়না।

(২) তদুপরি যে শিষ্য গুরুর উপদেশে প্রাণী হত্যা, চুরি, কামমিথ্যাচার, মিথ্যাকথন ও প্রমাদ স্থানীয় সুরাদি মাদক-দ্রব্য সেবনে প্রতিবিরত হয়;
(৩) যে শিষ্য গুরুর উপদেশে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয় ও আর্যকান্ত শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়;
(৪) তদুপরি যে শিষ্য গুরুর উপদেশে দুঃখসত্য, দুঃখ-সমুদয় সত্য, দুঃখ-নিরোধ সত্য, দুঃখ নিরোধোপায় সত্য আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে নিঃসন্দেহ হয়, তাহলে আনন্দ, এ শিষ্য উপদেষ্টা গুরুর মহা-উপকার স্মরণ করে কৃতজ্ঞ অন্তরে গুরুকে সগৌরবে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সেবা-পরিচর্যাদি সর্বকার্য সম্পাদন করে, এবং বস্ত্র, আহার্য বস্তু, শয়নাসন ও ঔষধ-পথ্যাদিও যদি দান করে, তবু তা গুরুর মহাউপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার বা প্রতিদান হয়না, অর্থাৎ শিষ্য ঋণমুক্ত হয়না।

(৫) আনন্দ, পুদগলিক দান বা ব্যক্তিগত দান চৌদ্দ প্রকার। তা এইঃ

তথাগত অরহৎ সম্যক-সম্বুদ্ধকে যেই দান দেওযা হয়, তা প্রথম পুদগলিক দান; পচ্চেক বুদ্ধকে যেই দান দেওয়া হয়, তা দ্বিতীয় পুদগলিক দান; তথাগত শ্রাবক অরহতকে যেই দান দেওয়া হয়, তা তৃতীয় পুদ্গালিক দান; অরহত্ব ফল প্রত্যক্ষ করবার প্রতিপদায় প্রতিপন্নকে যেই দান দেওয়া হয়, তা চতুর্থ পুদ্গালিক দান; অনাগামীকে যেই দান দেওয়া হয়, তা পঞ্চম পুদ্গালিক দান; অনাগামীফল প্রত্যক্ষ করবার উদ্যোগীকে যেই দান দেওয়া হয়, তা ষষ্ঠ পুদ্গালিক দান; সকৃদাগামীকে যে দান দেওয়া হয়, তা সপ্তম পুদ্গালিক দান; সকৃদাগামী ফল প্রত্যক্ষ করবার জন্য উদ্যোগীকে যে দান দেওয়া হয়, তা অষ্টম পুদ্গালিক দান; স্রোতাপন্নকে যে দান দেওয়া হয়, তা নবম পুদ্গালিক দান; স্রোতাপত্তি-ফল প্রত্যক্ষ করবার প্রতিপদায় প্রতিপন্নকে যেই দান দেওয়া হয়, তা দশম পুদ্গালিক দান; কর্মবাদী, কামে বীতরাগী পঞ্চাভিজ্ঞালাভীকে যে দান দেওয়া হয়, তা একাদশ পুদ্গালিক দান; শীলবান প্রাকৃতজনকে যে দান দেওয়া হয়, তা দ্বাদশ পুদ্গালিক দান; দুঃশীল প্রাকৃতজনকে যে দান দেওয়া হয়, তা ত্রয়োদশ পুদ্গালিক দান; তির্যক জাতিকে যে দান দেওয় হয়, তা চর্তুদশ পুদ্গালিক দান।

(৬) হে আনন্দ, ক্ষেত্রবিশেষে ফলেরও যে তারতম্য হয়, তা শ্রবণ করঃ

ক. তির্য্যক জাতিকে (পশু-পক্ষী) দান দিলে তার ফল হয় শতগুণ; অর্থ্যাৎ শত জন্মে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও জ্ঞান এ পঞ্চ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়।

খ. দুঃশীল ব্যক্তিকে দান করলে, সে দানের ফল হয় সহস্রগুণ; অর্থ্যাৎ সহস্র জন্মে উক্ত পঞ্চ সম্পদের অভিবৃদ্ধি হয়।

গ. শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে, দানের ফল হয় লক্ষগুণ; অর্থ্যাৎ, লক্ষ জন্মাবধি উক্ত পঞ্চ সম্পদে সৌভাগ্যশালী হয়।

ঘ. বুদ্ধ শাসনের বহিঃস্থ লৌকিক ধ্যানলাভীকে দান করলে, সে দানের ফল হয় কোটি লক্ষ গুণ; অর্থ্যাৎ, কোটি লক্ষ জন্মাবধি পুণ্য-দ্যোতক উক্ত পঞ্চ সম্পদের অধিকারী হয়ে সুখী ও ধন্য হয়।

ঙ. স্রোতাপত্তি মার্গস্থকে দান করলে, সে দানের ফল হয় অসংখ্য, অপ্রমেয়।

চ. স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ এবং পচ্চেক বুদ্ধ ও সম্যক-সম্বুদ্ধকে দান করলে, সে দানের ফল যে কতো মহান, কতো শ্রেষ্ঠ, কতো গরিষ্ঠ, তা অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয়।

(৭) হে আনন্দ! সংঘদান সাত প্রকার। যথাঃ

ক. বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা প্রথম সংঘগত দান।

খ. তথাগত বুদ্ধের পরিনির্ব্বানের পর ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা দ্বিতীয় সংঘগত দান।

গ. ভিক্ষু সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা তৃতীয় সংঘগত দান।

ঘ. ভিক্ষুণী সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা চতুর্থ সংঘগত দান।

ঙ. "আমাকে সংঘ হতে এতজন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী নির্দেশ করে দিন"- এই বলে সংঘ হতে প্রার্থনা লব্দ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা পঞ্চম সংঘগত দান।

চ. "আমাকে সংঘ হতে এতজন ভিক্ষু সংঘ নির্দেশ করে দিন"- এই বলে সংঘ হতে প্রার্থনা লব্দ ভিক্ষু সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা ষষ্ঠ সংঘগত দান।

ছ. "আমাকে সংঘ হতে এতজন ভিক্ষুণী সংঘ নির্দেশ করে দিন"- এই বলে সংঘ হতে প্রার্থনা লব্দ ভিক্ষুণী সংঘকে যে দান দেওয়া হয়, তা সপ্তম সংঘগত দান।

হে আনন্দ ! সুদুর ভবিষ্যতে গোত্রবান দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ ও শুধু কণ্ঠে কাষায় বস্ত্রধারী নামমাত্র ভিক্ষু থাকবে। সেই রূপ দুঃশীল ক্ষেত্রেও সংঘ উদ্দেশ্যে দান করলে, সেই সংঘগত দানের ফলও অসংখ্য ও অপ্রমেয় বলে আমি বলছি। আনন্দ, যে কোন পর্যায়ে সংঘদান অপেক্ষা পুদ্গালিক দান অধিকতর ফলদায়ক হতে পারেনা।

(৮) হে আনন্দ ! দান বিশুদ্ধি চার প্রকার। সেই চার প্রকার কি কি ? আনন্দ !

ক. এমন দান আছে, যা দায়ক হতে বিশোধিত হয়, প্রতিগ্রাহক হতে নয়।

খ. এমন দান আছে, যা প্রতিগ্রাহক হতে বিশোধিত হয়, দায়ক হতে নয়।

গ. এমন দান আছে, যা দায়ক হতেও যেমন বিশোধিত হয় না, তেমন প্রতিগ্রাহক হতেও হয় না।

ঘ. এমন দান আছে, যা দায়ক-প্রতিগ্রাহক উভয়পক্ষ হতে বিশোধিত হয়।

হে আনন্দ ! কোন দান দায়ক দ্বারা আবার কোন দান প্রতিগ্রাহক দ্বারা বিশোধিত হয়, এবার তা শ্রবন কর ঃ

ক. যে দায়ক শীলবান ও কল্যাণধর্ম পরায়ণ, কিন্তু প্রতিগ্রাহক দুঃশীল ও পাপ-ধর্মপরায়ণ, এ ক্ষেত্রে দান দায়ক হতে বিশোধিত হয়।

খ. যে দায়ক দুঃশীল ও পাপ-ধর্মপরায়ণ, কিন্তু প্রতিগ্রাহক সুশীল ও কল্যাণধর্ম পরায়ণ, এ ক্ষেত্রে দান প্রতিগ্রাহক হতে বিশোধিত হয়।

গ. যেই দায়ক দুঃশীল ও পাপ-ধর্মপরায়ন, আবার প্রতিগ্রাহকও দুঃশীল ও পাপ-ধর্মপরায়ণ, সেই দান দায়ক-প্রতিগ্রাহক কোন পক্ষের দ্বারাই বিশোধিত হয় না।

ঘ. যে দায়ক শীলবান ও কল্যাণধর্ম পরায়ণ এবং প্রতিগ্রাহকও শীলবান ও কল্যাণধর্ম পরায়ণ, সেই দান দায়ক-প্রতিগ্রাহক উভয়পক্ষ হতে বিশুদ্ধিতা লাভ করে।

হে আনন্দ ! এই চারি প্রকার দান বিশুদ্ধি। ভগবান সুগত শাস্তা এইরূপ বলে পুনরায় বলতে লাগলেন ঃ-

ক. যেই শীলবান ব্যক্তি ধর্মতঃলব্দ বস্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রেখে প্রসন্ন চিত্তে দুঃশীলকে দান দেয়, সেই দক্ষিণা দাতা হতে মহাফলদায়ক হয়।

খ. যেই দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মতঃ লব্দ বস্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না রেখে অপ্রসন্ন চিত্তে শীলবানকে দান দেয়, সেই দান প্রতিগ্রাহক হতে বিশুদ্ধিতা লাভ করে।

গ. যেই দুঃশীল ব্যক্তি অধর্মতঃ লব্দ বস্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না রেখে অপ্রসন্ন চিত্তে দুঃশীলকে দান দেয়, সেই দান বিশুদ্ধিতা লাভ করেনা।

ঘ. যেই শীলবান ব্যক্তি ধর্মতঃ লব্দ বস্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রেখে প্রসন্ন চিত্তে শীলবানকে দান দেয়, সেই দানই বিপুল ফলদায়ক হয়।

ঙ. যেই বীতরাগ ব্যক্তি ধর্মতঃ লব্দ বস্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি প্রগাঢ়

বিশ্বাস রেখে সুপ্রসন্নচিত্তে বীতরাগ ব্যক্তিকে দান দেয়, সেই দানই আমিষ দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান।

সর্বজ্ঞ মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের শ্রীমুখ-নিঃসৃত দানের অপুর্ব দেশনা শ্রবণ করে মহাপ্রজাপতি গৌতমী অত্যাধিক প্রীত হলেন। দানের নিগুঢ় তত্ত্ব ও পুণ্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য উপলব্দি করে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন । স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দান শাস্তার নীতি বর্হিভুত। নিঃস্বার্থ দানই লোভ, দ্বেষ ও মোহ এ ত্রিদোষ নাশক। যেই বিশুদ্ধ-দান তৃষ্ণার নিরবশেষ নিবৃত্তির উপায় স্বরুপ হয়, আবার সেই দানই স্নেহ-মমতা ও আসক্তি-রঞ্জিত হয়ে পুর্ব বন্ধনকে আরো দৃঢ়তর করে তোলে। গৌতমী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবক সংঘই যে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, তা তিনি সম্যকরুপে উপলব্দি করেন।

রাজমহিষী গৌতমী তার স্রোতাপন্নচিত্তের স্বভাব-সুলভ অনুপম প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ মহাশ্রাবক সংঘকে সেই নতুন চীবর দু'খানা দান করলেন। অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সম্প্রাপ্ত হয়ে এ দান সুবিশুদ্ধ হলো। আশাতীত পুর্ণতা প্রাপ্ত হলো তার শোভন-সমুজ্জ্বল মনোবাসনা।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

রাজা শুদ্ধোধন অরহত্ব মার্গফল লাভ করে ৯৭ বছর বয়সে পরিনির্বাপিত হন। পুত্র গৌতম বুদ্ধ নিজে এসে পিতা শুদ্ধোধনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে কপিলাবস্তুর ন্যাগ্রোধারাম বিহারে বাস করছিলেন। সেই সময় মহাপ্রজাপতি গৌতমী শুন্য রাজপ্রাসাদে অত্যন্ত একা হয়ে পড়লেন। তার অন্তরে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বাসনা প্রবলতর হয়ে উঠল। তিনি আপন মুক্তি ও শুদ্ধির অনিন্দ্য বাসনা নিঃসঙ্কোচিত্তে বক্ষে ধারণ করে ন্যাগ্রোধারামে মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে ভগবানকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে একান্তে দন্ডায়মান হলেন। একান্তে দন্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবান বুদ্ধকে বললেন- "ভন্তে, ভগবান, রাজপুরী আমার নিকট মৃগ-তৃষ্ণিকার মতন অসার-শুন্যবৎ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কুমার নন্দ ও প্রাণ-প্রতিম রাহুল প্রব্রজ্যা নিয়েছে, মহারাজও নির্ব্বাণগত। এখন আমি কার মুখ চেয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করব ? কিছুই তো আমায় সান্ত্বনা দিতে পারছেনা । ভন্তে, আমি ইচ্ছে করছি, গৃহবাস ত্যাগ করে প্রব্রজ্যার আশ্রয় নেব; চিত্ত-সংযমের অনুশীলন করব এবং নির্জনে করব বিরাগের সাধনা।" তাই প্রার্থনা করছি-" প্রভো ! মাতৃগ্রাম (নারী) তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করুক।"

প্রত্যুত্তরে তথাগত বুদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- "গৌতমী ! তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীর প্রব্রজ্যালাভে আপনার অভিরুচি না হোক।"

সুগতের কথা শুনে গৌতমী বিষন্না হলেন। সকাতরে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন তিনি- "ভগবান, মাতৃজাতি তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ের আশ্রয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করলে কল্যাণ জনকই হবে। দয়াপরবশ হয়ে আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।" বুদ্ধ বললেন- "নিস্প্রয়োজন গৌতমী, তোমার এরুপ মনোবাসনা ত্যাগ করো।" গৌতমী তৃতীয়বারও একই প্রার্থনা করলেন এবং ভগবান তৃতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করলেন।

অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের অনুমতি লাভে বঞ্চিত হয়ে দুঃখী, দুর্মনা, অশ্রুমুখী হয়ে রোদন করতে করতে ভগবানকে অভিবাদন করে তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

শাক্যমুনি অচিরে ত্যাগ করলেন শাক্যরাজ্য। ধর্মরাজ বুদ্ধ ধর্ম-পতাকা উড্ডীন করে অভিযান করলেন বৈশালী অভিমুখে। বৈশালীর মহাবনে কুটাগার শালায় মহাকারুণিক বুদ্ধ সশিষ্য অবস্থান গ্রহন করলেন।

শাক্যবংশীয় রমণীগণের প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছা

শাক্যবংশীয় কুলপুত্র আনন্দ, অনুরুদ্ধসহ পাঁচশত জন রাজপুত্র বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে যান। পরবর্তীতে তারা আর্যধর্ম আচরণ ও অনুশীলন করে ষড়াভিজ্ঞ অর্হৎ হন। তাদের গৃহবাস ত্যাগের দরুন তাদের পাঁচশত সহধর্মীনিগণ আগারে থেকে নিদারুণ নিঃসঙ্গতার যুপকাষ্ঠে নিষ্পেসিত হতে থাকেন। তারা বিরহ অনলে দগ্ধ হতে হতে নিঃশেষ প্রায় বিমর্ষ বদনে রোরুদ্যমান জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। তাই তারাও চিন্তা করছিলেন যে - "আমাদের স্বামীরা নির্বাণ মার্গে পৌছে গেছেন। আমরা রয়ে গেলাম। নারী বিধায় ভিক্ষুণীও হতে পারছিনা।"

তাদের হৃদয়ের দু'কুল ছেপে বইছে বৈরাগ্যের অনিন্দ্য সুর লহরী, মুক্তির অমিয় বারতা। তাদের অন্তরেও জাগলো মোহান্ধ এই জগৎ সংসারের রুদ্ধ অচলায়তন ধুমড়ে মুচড়ে পদদলিত করে দিয়ে সত্য ও শ্বাশত অনাবিল বন্ধনমুক্ত চির আরাধ্য বিবাগী জীবন বেঁচে নেবার দুর্দমনীয় বাসনা। তাই তারা চিন্তা করল "না, আমরা বুদ্ধের কাছে গিয়ে যদি মিনতি করি, মহাকরুনাঘন তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ নিশ্চয় অনুমতি দেবেন। তবে তার আগে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে যাই।" অতঃপর পাঁচশত শাক্যরমণী উদ্বেলিত হৃদয়ে, মুক্তির দীপ্ত প্রেরণা বক্ষে ধারণ করে ধীর স্থির মন্থর পায়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট উপনীত হলেন। তারা সকাতর অনুনয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন-

"মাতা ! আপনি আমাদের অগ্রজা। আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন জগৎ পুজ্য তথাগত বুদ্ধের সন্নিধানে। আমরা সবাই বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করব।" তখন গৌতমী সবাইকে বললেন-"ঠিক আছে; আমরা আজকে থেকেই যতদিন বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুণী হবার অনুমতি না পাই, ততদিন পর্যন্ত কাষায় বস্ত্র পরিধান করে থাকি।"

নিজেরা নিজেদের চুল ফেলে দিয়ে তারা সবাই মস্তক মুন্ডিত করলেন। তারপর কাষায় বস্ত্র তথা চীবর পরিধান করলেন। তারা সকলেই সুন্দর ও সুচারুভাবে দশশীল পালন করতে লাগলেন। তখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কুটাগার আরাম অবস্থান করছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন- "আমরা বৈশালীর মহাবনে কুটাগার শালায় যাবো। সম্পুর্ণরুপে ত্যাগ করব গৃহবাস, প্রব্রজ্যায় করব আত্মোৎসর্গ। মহামতি মৈত্রীময় বুদ্ধের কাছে জানাব আমাদের তৃষিত চাতক হৃদয়ের বিনম্র আবেদন। তথাগতের চরণতলে করব আত্মোসর্গ।"

কপিলাবস্তু হতে বৈশালীর দুরত্ব একান্ন যোজন, যা মাইলের গণনায় ছয়শত বার মাইল। রাজপুত্ররা তাদের মায়েদের জন্য পালকি বানালেন। তারা বললেন- "মাতাগণ, আপনারা এই পালকি চড়ে বৈশালী গমন করুন।" কিন্তু, মহাপ্রজাপতি চিন্তা করলেন-"আমরা যাচ্ছি মহামানব তথাগত গৌতম বুদ্ধের কাছে। তার কাছে যাওয়ার সময় আমরা কেন পালকিতে বা রথে চড়ে যাব ? না, আমরা পায়ে হেঁটে যাব। পায়ে পাদুকাও দেবনা। আমরা খালি পায়েই যাব, তাহলেই তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।" মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও পাঁচশত শাক্যবংশীয় রাজরমণী খালি পায়ে হেঁটে যাবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

ভিক্ষুণী প্রথা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাত্রা

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে পাঁচশত শাক্যবংশীয় রাজরমণী সুদুর বৈশালী অভিমুখে যাত্রার শুভসুচনা করলেন। সকলেই মস্তক মুন্ডিতা, কাষায় বস্ত্র পরিহিতা, অধোদৃষ্টি নিবদ্ধা। সর্বাগ্রে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, তদনুগামিনী রমণীগণ পর পর পযায়ক্রমে সুন্দর শৃংখলাবদ্ধ হয়ে লীলায়িত গতিছন্দে সমপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। এসব অসুর্যস্পর্শা শাক্যকুল-বধু জীবনে প্রথম পদব্রজে বের হয়ে পড়লেন রাজপথে। যে ত্যাগের মহিমাময় আদর্শ একদা রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাদের সম্মুখে স্থাপন করে গেছেন, সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে আজ তারা বরণ করে নিয়েছেন অকাতরে দুঃখ আর দুঃসহ যন্ত্রণা। এর মাধ্যমে তারা পেতে চান-চির সুখ, চির শান্তি ও চির মুক্তি।

তাদের এই ধর্মযাত্রার প্রাক্কালে রাজারা বৈশালী আগমনরত রাজকুমারীদের বিশ্রাম নেয়ার সুবিধার্থে, নির্দিষ্ট জায়গায় জায়গায় করলেন আহারের ব্যবস্থা, তৈরী করলেন বিশ্রামাগার, করলেন পানীয় জলের ব্যবস্থা। অভিযাত্রীদের কোন দিকেই কিন্তু দৃকপাত নেই। যে দুর্লভ রত্ন লাভের প্রত্যাশায় তাদের এই অভিযান, তদভাবনায় তারা তম্ময়, নিমগ্ন। তাদের অতিক্রম করতে হবে সুদুর পথ। চলতে চলতে তাদের পায়ে স্ফোটক হলো, স্ফোটক গলে ক্ষত-বিক্ষত হলো পদতল, পথ হলো রক্তে রঞ্জিত, ধুলি ধুসরিত হলো সর্বাঙ্গ, তবুও তারা চলছেন অদম্য স্পৃহায়, দুর্দমণীয় বাসনায়, নব প্রাপ্তির অনিন্দ্য প্রেরণায়, একমনে নিবিষ্ট চরণে। চুম্বকের আকর্ষণের মতো শোভন-সংস্কারের অজেয় দুর্বার উম্মাদনা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টি করলো বেগবতী পুলকের তড়িৎ-প্রবাহ। তাই মোহাচ্ছন্ন সম্মোহিত ভাববিবেগে ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন সবিশেষ প্রত্যয়ে চলছে পথ, অতিক্রম করছে শ্বাপদসংকুল গিরিমালা, বনবনানী, জলময় জলাধার। নির্লিপ্ত বদনে পাড়ি দিচ্ছেন মাইলের পর মাইল, ভুলে সকল ব্যথা-বেদনা। এ চলা যেন অভিষ্ট সিদ্ধির অকুতোভয়ী সাহসে এগিয়ে চলা, জন্মান্তরের ব্যূহচক্র আর সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে চিরমুক্তির সোপান রচনায় ঝড়বেগে এগিয়ে চলা, তমাশাচ্ছন্নতার ঘোর ঠেলে সুন্দর স্বপ্নের প্রত্যয়ে দৃপ্তপায়ে এগিয়ে চলা।

দীর্ঘদিন পর তারা তাদের অভিষ্ট গন্তব্য বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় পৌছলেন। বৈশালী প্রকৃতির লীলা-নিকেতন, বিলাসীর বিলাস মন্দির, মনোরমা নলিনী সমাকীর্ণা সরসী-শোভনা, মনোহর পুষ্পোদ্যান পরিশোভিতা, সুচারু হর্ম্যরাজী সমলংকৃতা, তাবত্রিশ দেবোপম নয়ন-মোহন নর-নারী সমাকীর্ণা, অনুপম রাজশ্রী-মন্ডিতা ও সমৃদ্ধা; এরূপ গরীয়সী বৈশালীর মনোমোহনী দৃশ্যাবলী কিন্তু, শাক্যকুলৈশ্বর্য-ত্যাগিনী বিরাগীনীদের বিরাগচিত্তে অনুরাগের রেখাপাত করতে পারলো না। ত্যাগের উজ্জলাদর্শে অনুপ্রাণিতা সন্ন্যাসিনীগণ অচঞ্চল অধোদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অনুক্রমে মহাবনে উপনীত হলেন।

অরণ্যানীর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাগ অন্তরের বৈরাগ্যভাব গাঢ়তররূপে ফুটে উঠা একান্তই স্বাভাবিক। মহাবনের রমণীয় দৃশ্যাবলী এ গৃহত্যাগীনী রমণীদের অন্তরে ও যারপরনাই রেখাপাত করল। নিবিড় অরণ্যের স্তব্দ-নিরবতা তাদের বিরাগ প্রবণ অন্তরে জাগিয়ে তুলল পুলকিত শিহরণ।

ভিক্ষুণী প্রথার প্রার্থনা

বৈশালীর মহাবন কুটারাগার শালায় মহাপ্রজাপতি গৌতম ও তার সমভিব্যাহারে আগত শাক্যকুলীয় রমণীগণ উপনীত হলেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী চিন্তা করলেন-"এ বনেই আছেন আমার হৃদয়-রতন গৌতম। তাকে দেখে চোখ জুড়াব, প্রাণে শান্তি পাবো।" এ চিন্তার সাথে সাথে তার অন্তরে স্ফুরিত হলো উচ্ছ্বাসময় আনন্দের তড়িৎ ঝলক। কিন্তু, পরক্ষণেই আবার প্রবল সন্দেহ-দোলায় দুলে উঠল তার অন্তর-স্থল, এক অজানা শঙ্কায় উবে গেল যত আনন্দের প্রোথিত রেণু, গ্রাস করল অসম্ভব অসহায়ত্ব, বিষাদের অমোঘ আধারে ডুবে গেল পুলকিত অনুরনণ। "সুদীর্ঘ পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করে এসেছি, পুর্ণ হবে কি আমার মনোবাসনা?" তখন মনোমন্দিরে দেখা দিল হতাশার এক রুদ্র-মুর্তি। স্পন্দিত হল বক্ষস্থল, কম্পিত তনুব্যাপী অনুভুত হলো অবশ আড়ষ্টতা।

ক্ষণেক পরেই বুকে সঞ্চিত হলো সাহস, দেহে শক্তি। দৃঢ়-পণের ভিত্তিমুলে চিত্তকে করলেন স্থির-অচঞ্চল। "হয় সাধনা সিদ্ধ হবে; না হয়, এ বনে ধর্মের নামে এই নশ্বরদেহ তিলে তিলে করবো নিঃশেষ। তথাপি, বুক ভরা মর্মদাহী হতাশা নিয়ে গৃহে আর প্রত্যাবর্তন করব না।"

গৌতমী তার সহগামী রমণীদের সাথে নিয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে কুটাগার শালার বর্হিঃদ্বারে উপনীত হলেন। তারা সেখানে অতি ব্যাকুল অন্তরে আনন্দের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজকুলের রমণীদের আগমনে ও তাদের অবস্থা সর্ন্দশনে কুটারাগার বাসী ভিক্ষুগণ অতিশয় বিস্ময়াভুত হলেন। কেহ কেহ অনতিবিলম্বে আনন্দ স্থবিরকে শাক্যবংশীয় রমণীদের এহেন অবস্থায় উপস্থিতির খবর প্রদান করলেন। তৎশ্রবণে মহামান্য আনন্দ ত্বরিৎবেগে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। পুত্রতুল্য আনন্দ স্থবিরকে দেখে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর শোকাবেগ একফুৎকারে বেড়ে গেল; চোখের জলে প্লাবিত হল তার বক্ষস্থল। অপর রমণীগণও হলেন রোরুদ্যমান।

আনন্দ স্থবির সবিস্ময়ে দেখলেন- মস্তক মুন্ডিতা, কাষায় বসন পরিহিতা, সন্ন্যাসিনী বেশে রাজকুলের নারীগণ ! ধুলায় মলিন তাদের বদন, রৌদ্র-দগ্ধ কুসুম সমতুল্য লাবণ্যময় দেহ, চক্ষু কোটরাস্থ, নয়নসলিলা গন্ডদ্বয়, পদযুগল স্ফোটকাহত ও ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে বসুধা।

এ করুণ দৃশ্যপট করুণাময় আনন্দের প্রাণে করেছে ভীষম আঘাত, মর্মাহত করেছে হৃদয় মন্দিরকে। করুণা বিগলিত ব্যথাতুর কণ্ঠে আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন-"মাতঃ,

আপনাদেরকে এই বেশে, এই অবস্থায় দেখতে হবে, তা আমার চিন্তার অতীত। আপনারা বড়ই দুষ্কর কার্য সম্পাদন করেছেন। পদব্রজে গমনাগমনে আপনারা অনভ্যস্থ। তবু কেন শরীরকে এত নির্যাতন দিয়ে, এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন ? মাতঃ, আপনাদের উদ্দেশ্য কি ?" গৌতমী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-"ভদন্ত আনন্দ, মাতৃজাতিকে বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজ্যা দিতে তথাগত অনিচ্ছুক। নিগ্রোধারামে তার অনুমতি না পেয়ে, আজ দুঃসাহস নিয়ে আমাদের এভাবে এখানে আসতে হয়েছে । ভন্তে আনন্দ, অন্তরে আমার কি যে বেদনা, কিসের তাড়নায় যে, আজ আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, আমার প্রাণ কেন এমন আকুল হয়ে উঠেছে, তা ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। তবু ভন্তে, আমার সুগত সমীপে যেতে বড় ভয় হয়। তিনি যদি সেবারের মতো আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন। এ কথা ভাবতেও যেন আমার বুক বিদীর্ণ হতে চায়।" এতদুর বলে গৌতমী নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।

মতিমান আনন্দ বিশেষভাবে হৃদয়াঙ্গম করলেন মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তরের বেদনা। প্রব্রজ্যা লাভের জন্য তার কেমন ঐকান্তিক আগ্রহ, কিরূপ প্রবলা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, কতো প্রগাঢ় প্রাণের টান, তাও তিনি সহৃদয়ে উপলব্দি করলেন। আনন্দ করুণা আর্দ্র কণ্ঠে বললেন-"মাতঃ, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি সুগত সমীপে প্রার্থনা করে দেখবো, মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যাদানে তিনি সম্মত আছেন কিনা। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন।"

তখনই আনন্দ সুগত সকাশে উপনীত হয়ে বন্দনার্থে বললেন-"ভন্তে ভগবান, পঞ্চশতাধিক শাক্য-রমণী পরিবৃতা হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী এখানে এসেছেন। তারা সকলেই অশ্রু-প্লাবিত বিমর্ষ-বদনে বর্হিঃদ্বারেই দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই মস্তক মুন্ডিতা, কাষায় বসন পরিহিতা, ধুলি-ধুসরিতা, চরণ তাদের স্ফোটকাহত ও ক্ষত-বিক্ষত, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ধরাতল। ভগবন, এ দৃশ্য বড়োই মর্মন্তুদ। মাতৃজাতিকে তথাগত-প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা দানে আপনি নাকি অনিচ্ছুক। নিগ্রোধারামে আপনার অনুমতি না পেয়ে পুরাঙ্গনা পরিবৃতা হয়ে আজ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে এ সুদুর বন-প্রদেশেই আসতে হয়েছে। আহা! কি যে তারা ক্লেশ স্বীকার করেছেন, দেখলে চোখ সজল হয়ে উঠে। প্রভো ! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভ করুক।"

"নিষ্প্রয়োজন, আনন্দ, তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে নারীর প্রব্রজ্যা লাভে তোমার অভিরুচি না হউক।" বললেন তথাগত বুদ্ধ।
আনন্দ হতাশ না হয়ে অনুরূপভাবে বুদ্ধ সকাশে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। কিন্তু, প্রত্যেকবারই বুদ্ধ তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

আনন্দের অন্যভাবে পুনরায় প্রার্থনা

প্রত্যুৎপন্ন মতিমান আনন্দ তিনবার প্রত্যাখ্যাত হলে, তার চিত্তে উদয় হলো এক অভিনব পরিকল্পনা। আমি অন্যপ্রকারে ভগবানের নিকট তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকরূপে নারীর প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করব। এ ভেবে ভগবান তথাগতকে বললেন-"প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ কি ?"

"আনন্দ, নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভে সমর্থ ।"

অতঃপর আনন্দ সশ্রদ্ধ ভক্তিগত চিত্তে বললেন-" যদি নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত হয়ে স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল কিংবা অর্হত্বফল লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহলে প্রভো ! অভিভাবিকা, পোষিকা, ক্ষীরদায়িকা, ভগবানের বিমাতা, মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমী তথাগতের বহু উপকারিনী, জননীর মৃত্যুর পর তিনি ভগবানকে স্তন্যপান করিয়েছেন। অতএব, প্রভো! নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিকভাবে প্রব্রজ্যা লাভে সমর্থ হোক।"

ভিক্ষুণীর আট গুরু ধর্ম

"আনন্দ ! যদি মহাপ্রজাপতি গৌতমী আটগুরু ধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে তাতেই তার উপসম্পদা লাভ হবে।" এই অষ্টগুরু ধর্ম কি কি ? তা হলো ঃ

১. একশত বছরের উপসম্পন্ন ভিক্ষুণীকেও সে দিনে (সদ্য) উপসম্পন্ন ভিক্ষুকে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম, সামীচি কর্ম (কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা) করতে হবে। এ ধর্ম সৎকারপুর্বক, গৌরবপুর্বক মান্য করে, পুজা করে আজীবন অতিক্রম (লংঘন) করতে পারবে না।

২. ভিক্ষুশুন্য আবাসে ভিক্ষুণী বর্ষবাস করতে পারবে না। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পুজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

৩. প্রতি অর্ধমাস অন্তর ভিক্ষুণীকে ভিক্ষু-সংঘের নিকট উপোসথ জিজ্ঞাসা ও উপোসথ শ্রবণে গমন, এ দুইটি বিষয় প্রত্যাশা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব, মান্য এবং পুজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

৪. বর্ষাবাস সমাপ্ত করবার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘে) নিকট দৃষ্ট, শ্রুত, পরিশংকিত বিষয় সম্বন্ধে প্রবারণা করতে হবে। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পুজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

৫. গুরুধর্ম প্রাপ্ত (গুরুতর অপরাধী) ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘের নিকট পক্ষকাল মানত্ত্বব্রত পালন করতে হবে।

৬. দুই বর্ষ ষড়বিধ ধর্মে শিক্ষিত শিক্ষামানকে উভয় সংঘের নিকট উপসম্পদা প্রার্থনা করতে হবে।

৭. ভিক্ষুণী কোন কারনেই ভিক্ষুকে আক্রোশ, পরিহাস করতে পারবে না।

৮. অদ্য হতে ভিক্ষুণী ভিক্ষুগণকে (কিছু) বলবার পথ আবৃত হল। কিন্তু, ভিক্ষুগণের ভিক্ষুণীগণকে কিছু বলার পথ অনাবৃত রইল। এ ধর্ম সৎকার, গৌরব মান্য এবং পুজা করে আজীবন অতিক্রম করতে পারবে না।

"যদি আনন্দ ! মহাপ্রজাপতি গৌতমী এ আট গুরুধর্ম স্বীকার করেন, তাহলে তাতেই তার উপসম্পদা লাভ হবে।"

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উক্ত আট গুরুধর্ম শিক্ষা করে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট উপস্থিত হলেন। আনন্দকে আসতে দেখে কোন এক অজানা শংকায় দুরু দুরু কেঁপে উঠল মহাপ্রজাপতির অন্তর। তিনি ব্যগ্র চিত্তে চিন্তা করলেন-"জানি না, কি সংবাদ নিয়ে আসছেন আনন্দ। না জানি, কি শুনতে হয় তার শ্রীমুখ থেকে।" আনন্দের প্রসন্ন আনন দর্শনে গৌতমী কিঞ্চিৎ স্বস্থি বোধ করলেন বটে, কিন্তু চিত্ত হলো না সম্পুর্ণ আশঙ্কামুক্ত। আনন্দ এসে স্মিতমুখে গৌতমীর নিকট আদ্যোপান্ত সব কথাই ব্যক্ত করলেন। পরিশেষে গম্ভীর স্বরে বললেন-"মাতঃ, আপনার মনীষিত সুদুলর্ভ প্রব্রজ্যা লাভ, তথাগত অনুজ্ঞাত অষ্টগুরু ধর্ম পালনের স্বীকৃতির উপরই নির্ভর করছে। তা সম্যকরূপে প্রতিপালন করবেন বলে যদি স্বীকৃত হন, তা যদি আজীবন লংঘন না করেন; প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎপ্রতি যদি পুজা, সৎকার ও সম্মান প্রদর্শন করেন; জাগতিক দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় মনে করে যদি এ ধর্ম সগৌরবে ও নতঃশিরে বরণ করে নেন; তবে এ স্বীকৃতিতেই ধর্মতঃ নিস্পন্ন হবে আপনার

উপসম্পদা; এতেই আপনি নিজেকে মনে করবেন উপসম্পন্না।" [১]"অটঠ গুরু-ধম্মা পটিগ্গহনা উপসম্পদা।"

গৌতমীর কর্ণে সুধা-বর্ষণসম মনে হলো আনন্দের প্রতিটি বাক্য। তার তৃষিত হৃদয় হলো শান্ত, প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেলিত। যেন তার কর্ণে কেউ ঢেলে দিল অমিয় বারি-ধারা, প্রাণে সঞ্চারিত করল অনিন্দ্য ফল্গুধারা। বিজয়ের আনন্দে মথিত হলো তার প্রাণ-তনু-মন। হর্ষের সলিলধারায় স্নাত হলো তার আঁখি পল্লব। পুলকিত আনতে তিনি বললেন-"সাধু, সাধু আনন্দ; ভন্তে আনন্দ অতি উত্তম, অতি উত্তম, পেয়েছি আমার বহু আরাধ্য রত্নরাজি। ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে আমার কল্পলোকের আশাতরু। ভন্তে, আপনিই আমায় দান করলেন আজকের এই অসীম পুলকিত শিহরন। আপনি আমার বড়ই উপকারী, পরম হিতৈষী। সর্বতোভাবেই আপনি আমার অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন।

"ভন্তে আনন্দ, বিলাসী যুবক-যুবতী যেমন বিলাস-স্নানের পর অভিলষিত উৎপল-মাল্য হোক বা সৌরভ-মন্ডিত পুষ্পমাল্যই হোক অথবা মনিমুক্তা খচিত মোহন-মালাই হোক, সাগ্রহে উভয় হস্তে গ্রহণ করে সানন্দে কণ্ঠে ধারণ করে, সেইরূপ ভন্তে, আমিও আজীবন অলংঘনীয় এ 'অষ্টগুরু ধর্ম' সাদরে, সগৌরবে, সোৎসাহে ও নতঃশিরে মেনে নিলাম। রাজচক্রবর্ত্তীর জগৎ দুলর্ভ রত্ন-মুকুটের মতন এ অষ্টরত্ন আমার শিরে ধারণ করে রাখব জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত, প্রাণপণে সযত্নে করবো সুরক্ষা।

গৌতমীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য শুনে অসম্ভব প্রীত হয়ে ভদন্ত আনন্দ এই সংবাদ নিয়ে সানন্দে উপনীত হলেন ভগবান সকাশে। সুগতকে বললেন-" প্রভো, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আপনার অনুজ্ঞা নতশিরে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন। ভন্তে, তার দৃঢ়চেতা মনোভাব ও আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখে আমি যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। প্রভু, আমি এ মনে করে আনন্দিত হয়েছি যে, অগণিত নারী মুক্ত হবেন, চিরমুক্ত।"

তখন তথাগত জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন-" আনন্দ,যদি নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি না পেত, তাহলে আনন্দ, এ ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হতো। সদ্ধর্ম সহস্র বর্ষ পর্যন্ত নির্মল থাকত। আনন্দ, নারী তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি লাভ করায় এখন এ ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হবেনা। সদ্ধর্ম পঞ্চশত বছর নির্মল থাকবে।"

"আনন্দ, যেমন বহু সংখ্যক নারী এবং অল্পসংখ্যক পুরুষের সম্মিলিত পরিবার চোর এবং কুম্ভচোর দ্বারা সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সে রূপ আনন্দ, যে ধর্ম-বিনয়ে নারী

আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না।"

"আনন্দ, যেমন ধান্যসম্পন্ন শালিক্ষেত্রে শ্বেতবর্ণ রোগ উৎপন্ন হলে সে শালিক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। সে রূপ আনন্দ ! যে ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ব্রহ্মচর্যও চিরস্থায়ী হয় না।"

"আনন্দ, যেমন সম্পন্ন ইক্ষুক্ষেত্রে মঞ্জেটঠিকা (লাল রোগ) নামক রোগ উৎপন্ন হলে সে ইক্ষুক্ষেত্র চিরস্থায়ী হয় না। এরূপ আনন্দ ! যে ধর্ম-বিনয়ে নারী আগার হতে অনাগারিক রূপে প্রব্রজ্যা লাভ করে, সে ব্রহ্মচর্য চিরস্থায়ী হয় না।"

"আনন্দ, যেমন পুরুষ জল গড়িয়ে না যাবার জন্য পুর্বেই বৃহৎ তড়াগের আলি (পাড়) বন্ধন করে, এরূপ আনন্দ ! আমি পুর্বেই আজীবন অলংঘনীয় ভিক্ষুণীগণের জন্য আট গুরু ধর্মের বিধান করলাম।"

অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের সামনে উপনীত হলেন এবং ভগবান সুগতকে অভিবাদন করতঃ আসন গ্রহন করলেন। তখন শাস্তা বললেন-"গৌতমী, আজ থেকে আপনি আমার শাসনে প্রথম ভিক্ষুণী।"

ভিক্ষুণীর উপসম্পদা

মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দন্ডায়মান হলেন, একান্তে দন্ডায়মান হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে বললেন-

"প্রভো ! আমি এ শাক্য-রমণীগণের কি রূপ ব্যবস্থা করব?" ভগবান মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত করলেন। ভগবানের ধর্ম-কথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও বন্দনা করে এবং তার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রেখে প্রস্থান করলেন।

তখন ভগবান ধর্মকথা উত্থাপন করে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। "ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করছি,-ভিক্ষুগণ ভিক্ষুণীগণকে উপসম্পদা প্রদান করবে।" অতঃপর শাক্য-রমণীগণকে ভিক্ষুগণ যথাবিধি উপসম্পদা প্রদান করলেন।

১। অট্ঠ গুরু-ধম্মা পটিগ্গহনা উপসম্পদা ঃ আট গুরু ধর্ম উপসম্পদা গ্রহণ; যা এক বুদ্ধ শাসনামলে একজন মাত্র নারী এই উপসম্পদা লাভ করেন। একই বুদ্ধের শাসনামলে দ্বিতীয় কেউ এই উপসম্পদা লাভ করেন না।

ভিক্ষুণীগণ অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বললেন-"আর্য উপসম্পন্ন নন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন।" তা শুনে গৌতমী ভদন্ত আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে, তাকে অভিবাদন ও বন্দনান্তর একান্তে দন্ডায়মান হয়ে নিবেদন করলেন-"ভন্তে আনন্দ, এ ভিক্ষুণীগণ আমাকে বলেছেন, আর্য উপসম্পন্ন নহেন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন।"

আনন্দ তা শ্রবণ করে অনন্তর তথাগত সমীপে উপনীত হয়ে, ভগবানকে অভিবাদন করে, একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবেশন করে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন-"প্রভু, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আমাকে বলছিলেন তাকে নাকি অপর ভিক্ষুণীরা বলছেন, আর্য উপসম্পন্ন নন, আমরা উপসম্পন্ন। ভগবান ভিক্ষুগণ দ্বারা ভিক্ষুণীদের উপসম্পদার বিধান দিয়েছেন।"

তৎপ্রত্যুত্তরে ভগবান বললেন-"আনন্দ, যখনই মহাপ্রজাপতি গৌতমী অষ্টগুরু ধর্ম স্বীকার করেছেন, সেই সময়েই তিনি উপসম্পদা লাভ করেছেন।"

নারীদের প্রব্রজ্যাদানে বুদ্ধ প্রথমে অস্বীকার করেছিলেন কেন ?

অতীতের অসংখ্য বুদ্ধের প্রত্যেকেরই যে, ভিক্ষুণী শ্রাবিকাসংঘ বিদ্যমান ছিল, তা ত্রিকালদর্শী গৌতম বুদ্ধ সবিশেষ অবগত ছিলেন। বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত 'বুদ্ধবংশ' নামক গ্রন্থে ২৪ জন অতীত বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। দীপঙ্কর বুদ্ধও যে, শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিকা ক্ষেমা ও উৎপলবর্ণার নাম উল্লেখ করেছেন, তাও তিনি অবগত আছেন। তবুও তিনি তার শাসনে নারীজাতির প্রব্রজ্যালাভে প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন কেন ? তার কারন, তিনি এটা সম্যকভাবে অবগত আছেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির নারীগণ সংঘে স্থান লাভ করে পবিত্র শাসনে অপবিত্রতা আনায়ন করবে, নির্মলকে কলুষিত করবে।

তাই নারীজাতির প্রব্রজ্যালাভ প্রথমে বুদ্ধ ইচ্ছা করেননি। তাছাড়া, কালানুযায়ী বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল তথাগত বুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিষয়টা যাতে সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় হয়, তাই তার ঐকান্তিক ইচ্ছা। দুলর্ভকে সুদুর্লভরুপে উপলব্দির জন্য এবং দৃঢ়কে সুদৃঢ়রুপে প্রতিপাদন মানসে এবং তারা যাতে এই দুর্লভ জীবনকে যথাযথ উপলব্দি করে শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্যকভাবে আচরন করে প্রকৃতভাবে জীবনকে যাতে স্বার্থক করে তোলতে পারে; নির্বাণ পেতে পারে; তার জন্যেই বুদ্ধ ইচ্ছা করেই সহজে নারীদের প্রথমে প্রব্রজ্যা না দিয়ে রেখেছিলেন। তথা ভিক্ষুণী প্রথার অনুমতি প্রথমে দেননি।

ধর্মের সার

বৈশালীর মহাবনে কুটাগার শালায় তথাগত বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন। তথায় মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন, উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালেন এবং ভগবানকে বললেন-

"প্রভো, ভগবান; আমাকে এরুপ সংক্ষেপে ধর্মোপদেশ প্রদান করুন; যাতে আমি ভগবানের নিকট শ্রবণ করে একাকি উপকৃষ্ট (সংঘরহিত) প্রমাদহীন, বীর্যবান, সংযমী হয়ে অবস্থান করতে পারি।"

অতঃপর ভগবান দয়াপরবশ হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলতে লাগলেন - "গৌতমী, আপনি কি সে সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন যে -

১. তা সরাগের জন্য, বিরাগের জন্য নয়;
২. সংযোগের জন্য, বিয়োগের জন্য নয়;
৩. সঞ্চয়ের জন্য, অপচয়ের জন্য নয়;
৪. ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি হবার জন্য, ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য নয়;
৫. অসন্তোষের জন্য, সন্তোষের জন্য নয়;
৬. জনসংঘপ্রিয়তার জন্য, নির্জনতার জন্য নয়;
৭. আলস্যের জন্য, উদ্যমশীলতার জন্য নয়;
৮. দুর্ভরতার জন্য, সভরতার জন্য নয়;

গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে ধারণা করবেন; এটাই ধর্ম নয়, এটাই বিনয় এবং এটাই শাস্তার শাসন নয়।"

"গৌতমী, আপনি কি সে সব ধর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন,
১. যা বিরাগের জন্য, সরাগের জন্য নয়;
২. বিয়োগের জন্য, সংযোগের জন্য নয়;
৩. অপচয়ের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য নয়;
৪. ইচ্ছাশক্তির হ্রাসের জন্য, ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধির জন্য নয়;
৫. সন্তোষের জন্য, অসন্তোষের জন্য নয়;
৬. নির্জনতার জন্য, জনসংঘপ্রিয়তার জন্য নয়;
৭. উদ্যমশীলতার জন্য, আলস্যের জন্য নয়;
৮. সভরতার জন্য,দুর্ভরতার জন্য নয়।

গৌতমী, তাহলে আপনি নিশ্চিতরূপে ধারণা করবেন; এটাই ধর্ম, এটাই বিনয় এবং এটাই শাস্তার শাসন।"

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অরহত্ত্ব মার্গফল লাভ

মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত সদ্ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে স্রোতাপন্ন মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্তরে স্তরে অরহত্ত্ব মার্গফলে উপনীত হলেন। ছিন্ন হলো জন্মান্তরের সকল সংস্কার, রুদ্ধ হলো কর্মবন্ধন, অর্নিবচনীয় সুখে আহ্লাদিত ও রমিত হতে লাগলেন পরম আনন্দে, এক অনিন্দ্য পুলকে ভরে গেল তার দেহ-মন-প্রাণ। অভিষ্ট লক্ষ্যার্জনের অপরিসীম প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত মহাপ্রজাপতি গৌতমী গেয়ে উঠলেন বিমল সুর লহরিময় সচকিত উদ্বেলিত গান, পরমার্থিক নির্বাণ লাভের উদীপ্ত শ্লোকমালা।

১. সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্ব বুদ্ধবীরকে
করছি সশ্রদ্ধ চিত্তে নমস্কার;
তিনি করলেন দুঃখ মোচন
বহুজনসহ আমার।

২. সর্বদুঃখের কারন আমার হয়েছে জ্ঞাত
তৃষ্ণার মুল হয়েছে উৎপাটিত;
ত্যাগিয়া সকল দোষ, বিশুদ্ধ হয়েছি
দুঃখ নিবৃত্তিকারক আর্যমার্গে বিচরণ করছি।

৩. পুর্বে ছিল জ্ঞান অপরিপক্ক আমার।
অহীনভাবে ঘুরেছি জগৎ সংসারে -
মাতা, পিতা,ভ্রাতা, পুত্র, মাতামহীরূপে
কতভাবে কতবার জন্মেছি ভব আগারে।

৪. এ ক্ষণে ভগবান সন্দর্শনে জানিয়াছি আমি
এই দেহই আমার অন্তিম সর্বৈব;
জাতি-চক্র হয়েছে চুর্ণিকৃত
আমার আর পুনঃ জন্ম অসম্ভব।

৫. আন্তরিক উদ্যমশীল, দৃঢ়চেতা, অটল
করো দৃষ্টিপাত সমমনা-
শক্তিশালী সংঘভুক্ত সমগ্র ভ্রাতৃমন্ডলীর প্রতি
ইহাই বুদ্ধের বন্দনা।

৬. অহো ! সত্যই বহুজনের কল্যাণার্থে মায়াদেবী
গৌতমকে প্রসব করিয়াছেন, বিভাস
সেই গৌতম যিনি ব্যাধি মরন-জনিত
সকল দুঃখের করিয়াছে বিনাশ।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী নির্বাণ সাক্ষাৎকার করার পর তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ অপর পাঁচশত জন ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ্যে দেশনা করলেন 'নন্দকোবাদ' সুত্র। তথাগতের অমিয় ধর্ম শ্রবণ করে, হৃদয়ে ধারণ ও আচরণ করে, তারাও তাদের আপন আপন পারমী অনুযায়ী কেউ কেউ স্রোতাপত্তি, কেউ কেউ সকৃদাগামী, কেউ কেউ অনাগামী ও কেউ কেউ অর্হত্ত্বমার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরবর্তীতে সকলেই অরহৎ হয়ে নির্বাণ দর্শন করলেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অগ্রজা উপাধি লাভ

মহাকারুণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকারামে সমবেত ভিক্ষু-সংঘের উদ্দেশ্যে সিংহনাদে অমিয় ধর্ম-সুধা বিতরণ করছেন। বুদ্ধের দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সুভাষিত ধর্মশ্রবণে দর্শকশ্রোতৃমন্ডলী রমিত, মথিত ও রোমাঞ্চিত পুলক শিহরণে বিভোর তন্ময় আবেশের অনির্বচনীয় গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে আছেন। চারিদিকে সুনসান পিনপতন নীরবতায় সদ্ধর্মপিপাসু ভক্তকুল সম্মোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আস্বাদন করছেন পারমার্থিক ধর্ম-রস। তথাগত একের পর এক ভাবগম্ভীর নিগুঢ় তত্ত্ব সম্বলিত অনিন্দ্য ধর্ম-কথনে উদীপ্ত করে রেখেছেন পুরো জেতবন। সমবেত ভিক্ষু-সংঘ, ভিক্ষুণী-সংঘ, উপাসক-উপাসিকাগণ সুগভীর মনোসংযোগের দ্বারা বুদ্ধ ভাষিত সুনিপুন আর্য-ধর্ম হৃদয়াঙ্গমে ব্যস্ত। সবার চিত্ত শুদ্ধ হতে শুদ্ধতর হতে লাগল। সকলে ধর্ম-ভাবে তন্ময় হয়ে আছেন।

উক্ত জনসম্মিলনীতে উপস্থিত শিষ্যপরিষদের মধ্যমনি হয়ে তথাগত সুগত জ্যোর্তিময় রশ্মি বিচ্ছুরিত করে জেতবনকে মাঙ্গলিক ঐশী আলোয় আলোকিত করে রেখেছেন। ধর্ম-বিকিরনে সমবেত পরিষদমন্ডলীকে বুদ্ধ সমুত্তেজিত, সম্প্রহর্ষিত ও প্রবুদ্ধ করেছেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘ, সশিষ্য আবৃত, ভরা সভায় মহামানব তথাগত বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে উদ্দেশ্য করে সম্মিলিত মহাপরিষদকে সম্বোধন করে মেঘমন্ত্র স্বরে ঘোষণা করলেন-"এতদগ্গং ভিক্খবে মম, সাবিকানং ভিক্খুনীনং রত্তঞ্ঞুনং য়দিদং মহাপ্রজাপতি গৌতমী"এই মহাপ্রজাপতি গৌতমীই আমার ভিক্ষুণী-সংঘের মধ্যে অগ্রজা, বয়োজ্যেষ্ঠা; সর্বপ্রথম মার্গফল লাভকারীনী, অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠা" - বলে বুদ্ধ প্রশংসা করলেন এবং অগ্রজা উপাধি প্রদান করলেন। সমবেত উপস্থিতি সানন্দে সাধু, সাধু রবে তা স্বীকার করে নিলেন।

বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত গৌতমীর অপুর্ব প্রশংসা কীর্তন শ্রবণে বিমুগ্ধ হলেন শ্রোতৃবৃন্দ। গৌতমীর প্রতি জনগণের অন্তরে প্রবল শ্রদ্ধা গাঢ়তর রূপে রেখাপাত করল। প্রত্যেকেই তাকে হৃদয়ের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করলেন। তথাগত বুদ্ধ মহাপারিষদ সমক্ষে অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে গৌরবময় অগ্রজা- অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠা উপাধিতে বিভুষিত করার পর ধর্মাসন ত্যাগ করলেন।

মহামহিয়ষী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সাফল্যমন্ডিত হয়েছে সুদীর্ঘকালের প্রার্থনা। সম্বুদ্ধের প্রশংসা লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাই আজ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তর অফুরন্ত আনন্দে হয়েছে ভরপুর; প্রীতিরসে হয়েছে সিক্ত-প্লাবিত।

সুদুর স্মরণাতীতকাল থেকে সর্বতোভাবে নিজে কুশলকর্ম সম্পাদন করে, সম্যক সংকল্প ও সম্যক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ লাভ করলেন তিনি এমন গরিষ্ঠ পদ-গৌরব, মহান সম্মান, মর্যাদা, সৎকার ও পুজা। বস্তুতঃ কর্মানুযায়ীই মহাপ্রজাপতি গৌতমীই এ পদের একমাত্র যোগ্যপাত্রী।

জগতগুরু বুদ্ধ গৌতমীকে এরূপ গৌরবদান করলেও, তার চিত্ত কিন্তু হলো না আত্মাভিমানে উচ্ছ্বসিত, আত্মশ্লাঘায় স্ফীত। যদিও প্রাপ্তির অদম্য নিঃসীম আনন্দে রমিত তার অন্তরাত্মা। আত্মশুদ্ধি, আত্মশিক্ষা, আত্মসংযম, আত্মদমন, আত্মবলি, আত্মসংশোধন, আত্মোৎসর্গ, আত্মদীপ ও আত্মশরণে তার চিত্ত হলো আরো অগ্রগতিতে আগুয়ান। বিশুদ্ধিতার চরম উৎকর্ষে চিত্ত হলো অভিরমিত। নিজে হলেন দমিত।

এক বুদ্ধের শাসনামলে একজন মাত্র ভিক্ষুণী এই উপাধি লাভ করে থাকেন। তাও অশেষ পারমী পরিপুরণ করে, জন্ম-জন্মান্তর অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চয় করে এ উপাধি লাভ করতে হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী অনেক অনেক জন্ম পুর্বে জগতত্রাতা পদুমুত্তর বুদ্ধের পাদমুলে এই বর প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের সময়ে তার এই প্রার্থনা ফলবতী হলো।

মহাপ্রজাপতির আয়ু সংস্কার দর্শন

ভিক্ষুণী কুলের গৌরবা, অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বয়স একশ বিশ বছর পুর্ণ হলো। তিনি বৈশালীর মহাবনে অবস্থান করছিলেন। সকালের আহার সমাপানান্তে প্রতিদিনের মতন তিনি "অষ্ট সমাপত্তি" ধ্যান হতে উঠে চিন্তা করলেন- "আমার আয়ু শেষ হওয়ার আর কতদিন বাকি আছে? আমি আর কতদিন বাঁচব?" তিনি অভিজ্ঞানে আয়ু সংস্কার দর্শন দ্বারা জানতে পারলেন- "আমার তো পরিনির্ব্বাণের সময় সমাগত প্রায়। আমি সোপাদিশেষ নির্ব্বাণ ভোগ করেছি। এবার অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণে আমাকে উপনীত হতে হবে। আমার আয়ু শেষ।"

অতঃপর তিনি চিন্তা করলেন- "আমি বুদ্ধশাসনে আগমন করে, মহাকারুণিক বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত ধর্ম আচরন, অনুশীলন ও প্রতিপালন করে উৎকর্ষের চরম সীমা নিব্বার্ণ সাক্ষাতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং আমার প্রিয় পুত্র; আমার ধর্মপিতা, আমার গুরু; বুদ্ধের নিকট গিয়ে আমি আমার পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্তির অনুমতির জন্য প্রার্থনা করে আসি।"

অন্যদিকে তার অনুগামী পাঁচশত শাক্য-রমণীগণও অভিজ্ঞান প্রভাবে জানতে পারলেন তাদেরও আয়ু নিঃশেষ প্রায়। তারা তাদের অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে এসে নিবেদন করলেন- "মাতঃ, আমাদের আয়ু সংস্কার পরিসমাপ্ত প্রায়। পরিনির্বাপিত হয়ে আমরা চিরতরে সুখের রাজ্যে গমন করব। সুতরাং, বুদ্ধের কাছে গিয়ে বুদ্ধের অনুমতি নিতে হবে।"

মহাপ্রজাপতি গৌতমী চিন্তা করলেন-"আমি আমার পুত্র বুদ্ধ, অগ্রমহাশ্রাবক সারিপুত্ত, মৌদগলায়ন; দৌহিত্র রাহুল, সেবক আনন্দ ও আপন ঔরসজাত পুত্র নন্দের পরিনির্ব্বাণ দেখে যেতে পারব না।" তার এই চিন্তার সাথে সাথে মহাপৃথিবী প্রচন্ডভাবে প্রকম্পিত হলো।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুণীগণকে তাদের নিবেদনের প্রত্যুত্তরে বললেন- "হ্যাঁ; কন্যাগণ, আমিও সেই চিন্তাই করছি। তাহলে চলো, আমরা বুদ্ধের কাছে গিয়ে আমাদের অভিলাষ ব্যক্ত করি।"

অতঃপর তারা সকলেই তাদের গন্তব্য বুদ্ধ উদ্দেশ্যে যাবার প্রক্কালে তাদের আবাসে অবস্থানকারীর সকল দেবগণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বললেন-"দেবগণ, আমরা সকলে আয়ু সমাপ্তি হেতু পরিনির্বাপিত হওয়ার জন্য বুদ্ধের অনুমতি নিতে যাচ্ছি; তোমাদের প্রতি আমাদের সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখিও। আজ আমরা তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকল জীব ও দেবগণ, ক্ষুদ্র-মাঝারী-বড়, দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সকলে সুখী হউন।"

বুদ্ধ সকাশে গমন

বিহারবাসী দেবতাগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে ধীর স্থির মন্থর পদবিক্ষেপে বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় বুদ্ধ সকাশে উপনীত হলেন। তথাগত বুদ্ধ তথায় তখন সুখে অবস্থান করছিলেন। পাঁচশত ভিক্ষুণী পরিবেষ্টিত হয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদন পুর্বক একপার্শ্বে দন্ডায়মান হলেন। তথাগত সুগতকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে নিবেদন করলেন- "বুদ্ধ ভগবান, আমাদের আয়ু-সংস্কার পরিসমাপ্ত হয়েছে। পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় সমাগত। অনুকম্পাবশতঃ আমাদেরকে পরিনির্বাপিত হবার অনুমতি প্রদান করুন"

শাস্তা সুগত ভিক্ষুণীদের প্রার্থনা সমাপানান্তে বললেন- "তোমাদের আয়ু-সংস্কার তোমরাই জানো।" এছাড়া বুদ্ধ তথাগত আর কিছুই বললেন না।

বুদ্ধের অনুমতি লাভ করার পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুণী সমভিব্যাহারে উপনীত হলেন মহাশ্রাবক ও অগ্রমহাশ্রাবকদ্বয়ের নিকট এবং তাদের কাছ থেকেও অনুরুপভাবে অনুমতি গ্রহন করলেন। অতঃপর গমন করলেন পুত্র নন্দ, দৌহিত্র রাহুল সহ সকল অর্হৎ ভিক্ষুদের নিকট। তাদের সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন- "আমরা আয়ু-সংস্কার ত্যাগ করেছি। অনুপাদিশেষ নির্বাণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরম সুখরাজ্যে আমরা চলে যাচ্ছি। কায়-বাক্য-মন এই ত্রিদ্বারে যদি আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে; তাহলে আমাদেরকে ক্ষমা করুন।"

তাদের বিনীত নিবেদন ও প্রার্থনা সকলে মৌনভাবে অনুমোদন করলেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী একটা গাথা ভাষণ করলেন-

"ন জরা মচ্চু বা য়থ;
অপ্পিয়েহি সমাগমো,
পিয়েহি ন বিয়োগোত্তি;
তং বজিসসং অসঙখতং।"

"আমি জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপ্রিয় ব্যক্তি দর্শন ও অপ্রিয় সংস্কার সংযোগ নামক দুঃখহীন এবং প্রিয় ব্যক্তি দর্শন ও প্রিয় সংস্কার বিয়োগ নামক দুঃখহীন মহা অসংস্কৃত ধাতু পরম শান্তি নির্বাণ রাজ্যে গমন করছি।"

দেব-মনুষ্য সকলের ক্রন্দন

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরিনির্বাণ যাত্রার খবর ত্বড়িৎ বেগে প্রচারিত হয়ে গেল নগর হতে নগরান্তর, গ্রাম হতে গ্রামান্তর, রাজ্য হতে রাজ্যব্যাপী। সকল দিক থেকে শুধু শোনা যাচ্ছে শোক-সুচক কাতর হাহাকার ধ্বণি; মর্মন্তুদ ক্রন্দন রোল। আহা! মানুষের সাথে সাথে দেবতারাও কাঁদছেন। ভক্তবৃন্দ, উপাসক-উপাসিকাদের বুক ফাটা আত্ম চিৎকার বিষময় করে তোলেছে আকাশ বাতাস। চারিদিকে শুধু প্রিয়-বিয়োগ বেদনার অপরিসীম রোদনধ্বণি কাঁপিয়ে তোলেছে বসুধা।

নগর জুড়ে শুধু পরিতাপ-অনুতাপ-"আহা! আমাদের পরম মমতাময়ী, পরম প্রিয় অর্হৎ অগ্রজা মহাপ্রজাপতি গৌতমী আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।" শোকে-দুঃখে, প্রিয়জন হারানোর ব্যথায় ঝড়ে কবলিত শিকঁড় ছেঁড়া গাছের মতন বিহ্বলিত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ছেন। হাজার হাজার উপাসক-উপাসিকা, ধর্মপ্রাণ মানুষজন বুক চাপড়িয়ে আহাজারি করছেন। কেউ কেউ নিভৃতে, কেউ কেউ সুউচ্চ আত্মচিৎকারে রোরুদ্যমান হয়ে ছুটছেন তাদের প্রিয় মাতৃ-সমা মহাপ্রজাপতিকে একবার চোখের দেখা দেখতে।

হতবিহ্বল জনতার দুঃসহ পরিতাপ- "হায়! হায়! আমরা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে হারাতে যাচ্ছি। তাকে আর আমরা দেখতে পাব না কোন দিন। যাকে এতদিন সেবা করেছি; যার উপদেশ শুনে নিজেরা ধন্য হয়েছি; সেই মহানুভব অগ্রজা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন । কেন এত নিষ্ঠুর; কেন এত দুঃখময় এই সংসার ?"

দেবতারাও বিলাপ করছেন মানুষের মতো। তারাও ছাড়তে চায় না তাদের প্রিয়জনকে। তারাও প্রিয়-বিয়োগের অন্তহীন বেদনা বুকে চেপে রোদন করছে অবিরাম। আজ দেব-মানুষের অতি প্রিয়ভাজন মহাপ্রজাপতি গৌতমী সবাইকে ছেড়ে পরিনির্বাপিত হচ্ছেন। তাই আকাশে-বাতাসে বিদায়ের বিষাদ বেদনামাখা সুর লহরী বেজে চলছে অবিরাম আর ছড়িয়ে পড়ছে নগর-গ্রাম-প্রত্যন্ত প্রান্তরে। চারিদিকে শুধু বেদনা-বিষাদের দীর্ঘঃশ্বাস।

সকলের উদ্দেশ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ধর্ম উপদেশ

রোরুদ্যমান মহাজনতাকে সান্ত্বনা জ্ঞাপনের মহতী উদ্দেশ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী সবাইকে ধর্ম-উপদেশ দানে অগ্রগামী হলেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে সবার মঙ্গলার্থে ধর্ম-উপদেশ দিয়ে বললেন-

"অলং পুত্তা বিসাদেন;
মারপাসানুরত্তিনা
অনিচ্ছং সঙখতং সব্বং;
বিয়োগন্ত্বং চলাচলং।"

"পুত্র-কন্যাগণ, ক্রন্দন করিও না। ক্রন্দন করা নামক মার রাজ্যে প্রবেশ করে নিজেকে দুর্বল করা ব্যতিত অন্য কোন সুফল নাই। কারন-দ্বারা উদ্ভুত সকল সংস্কার অনিত্য, বিয়োগান্তক ও বিপরীনামধর্মী হয়।"

এই বলে তিনি সবাইকে যার যার গৃহে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সংবেগ জাগানিয়া মর্মন্তুদ সারগর্ভ ধর্ম-উপদেশ শ্রবণে আপামর জনতার সন্তাপ হলো পশমিত; ফিরে পেলো তাদের হৃদয়ের খর্ব সাহস; অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম ময় এই সংসারের অলংঘ্য বিধান খন্ডানোর নয়। জগতের শ্বাশত, চিরন্তন নিয়মে জন্ম-মৃত্যুর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হবে সকলকে। এর থেকে নিস্তার নাই কারো। একদিন এই প্রিয় গৃহ, এই প্রিয়মুখগুলো, যত ধন-জন-মান, যত কোলাহল, অন্তরাত্মার অনিন্দ্য বন্ধন এক নিমেষেই ছেড়ে চলে যেতে হবে। পেছনে ফিরে থাকাবার ফুসরৎ টুকুও পাবে না কেউ।

সংসারে সং সেজে আপন মাঝে ব্যস্ত্ম থেকে আমরা ভুলে যাই আমাদের আপন গন্তব্যের কথা, মৃত্যু যে শ্বাশত-চিরন্তন যে কোন দিন তাকে যে বরন করে নিতে হবে তা বেমালুম ভুলে যায়; প্রমত্ততার ঘোরে কুশল-কর্মে নিয়োজিত না থেকে ভঙ্গুর মিথ্যা-মায়া-মরীচিকার অন্ধজালে আবদ্ধ হয়ে অকুশল কর্মে, মারের পাপকার্যে মত্ত হয়ে, দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে করে তুলি নরকগামী।

অবিদ্যা-তৃষ্ণার অঙ্গারে প্রজ্জ্বলিত হয়ে মিথ্যা-মোহের আগারে নিয়ত নিমজ্জিত হয়ে সত্য ও সুন্দরকে করি পদদলিত। ভুলে যায় মৃত্যু নামক নিশ্চিত গন্তব্যের কথা। সুর্যের দিকে যেমন স্থির দৃষ্টিতে তাকানো যায়না; ঠিক তেমনি মৃত্যু কখন এসে গ্রাস করবে, তাও জানা যায় না। তাই সর্বদা কুশল-কর্ম সম্পাদন দ্বারা পুণ্যরূপ পাথেয়

সংগ্রহ করে মৃত্যু কালীন সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা একান্তই জরুরী। মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে দান-শীল-ভাবনা এই ত্রিকুশল কর্ম দ্বারা সর্বদা ব্যাপৃত থাকতে পারলেই স্বার্থক ও সুন্দর ভাবী জীবন লাভসহ পরম শান্তি নির্বাণে পৌছানো যাবে।

ক্রন্দনরত জনতার সন্তাপবিনাশক সুষমাময় ধর্ম-উপদেশ প্রদান করে মহাপ্রজাপতি গৌতমী শেষ বারের মতন বুদ্ধের নিকট গমন করলেন। সুগত শাস্তাকে অভিবাদন করে বললেন-

"অহং সুগত তে মাতা,
ত্বং চ বীর পিতা মম।"

"আমি তোমার মা। তুমি কিন্তু আমার বীর ধর্মপিতা। আমাকে এবার বিদায় দাও।" সংঘের কাছেও এবার শেষবারের মত অনুমতি নিলেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ঋদ্ধি প্রদর্শন

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ শেষবারের মতো মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে পরিনির্বাপিত হবার অনুমতি প্রদান করলেন। সেই সময়ও অনেক উপাসক-উপাসিকা কাঁন্না করছিলেন। স্থবির আনন্দও কাঁদছিলেন। সবাই কাঁদছিলেন। আবার কেউ কেউ ভাবছিলেন- "আহা ! মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বুদ্ধ এত প্রশংসা করলেন। এত গুণ তার। তার মতো একজন পুণ্যবতী গুণবতীকে আজ আমরা হারাতে যাচ্ছি।"

অতঃপর বুদ্ধ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উদ্দেশ্যে বললেন-

"থীনং ধম্মাভিসময়ে,
যে বালা বিসতিং গতা।
তেসং দিট্ঠিপ্পহানত্থং,
ইদ্ধিং দসসেহি গৌতমী।"

"হে গৌতমী, আমার মাতা! মুর্খদের, অজ্ঞানীদের, দোদুল্যমান চিত্তে জ্ঞান-বিশ্বাস-ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগ্রত করার মানসে, তাদের চিত্তকে স্থির করার জন্য, তুমি ঋদ্ধি প্রদর্শন কর। ঋদ্ধি দেখাও মাতা।"

রোরুদ্যমান মানুষদের চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হয়ে এবং তাদের অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসকে বলবতী করনের মানসে বুদ্ধ পুনবার বললেন- "ঋদ্ধি শক্তি দেখাও, হে মহাপ্রজাপতি গৌতমী। আমার মাসী।"

অতঃপর বুদ্ধের অনুমতি লাভ করে মহাপ্রজাপতি ঋদ্ধিপ্রদর্শন কর্ম আরম্ভ করলেন। সবাই তাকিয়ে দেখলো, একশ বিশ বছরের এক বুড়ি, মহাপ্রজাপতি গৌতমী আকাশমার্গে উড়ে গেলেন। তার শরীর থেকে বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি বের করলেন; আগুন-পানি বের করলেন। তারপর সুমেরু পর্বতকে ছাতার হাতল বানালেন এবং মহাপৃথিবীকে ছাতার কাপড় বানালেন; অতঃপর ছাতা ধরে তিনি আকাশে শুন্যে চংক্রমন করতে লাগলেন। তারপর, তিনি একা হয়েও হাজার হাজার মহাপ্রজাপতি গৌতমীর রূপধারন করলেন। আকাশে ছড়িয়ে সর্বত্রই শুধু মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে দেখা গেল। কে আসল মহাপ্রজাপতি গৌতমী; তা চেনা গেল না। দর্শক-জনতা ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পর শুন্যে বিলীন হয়ে গেলেন; তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এভাবে বিভিন্ন ঋদ্ধি প্রদর্শন করবার পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী আকাশ মার্গ হতে মর্ত্যভুমে নেমে আসলেন। নেমে সুগত শাস্তাকে বন্দনা করলেন। তারপর বললেন-"প্রভু, বুদ্ধ ভগবান; আমি একশত বিশ বছরের বৃদ্ধা; এতটুকুতে বোধ হয়, অবিশ্বাসীদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মানোর মতো যথেষ্ট করেছি। আর বোধ হয় বিশেষ ঋদ্ধি প্রদর্শনের দরকার হবে না। এবার আমাকে অনুমতি দিন।" বুদ্ধ নীরবে অনুমতি প্রদান করলেন।

অতঃপর পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুণীগণও প্রত্যেকে আকাশে উড়ে উড়ে ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। একেকজন একেকভাবে; পাঁচশত জন একসাথে উড়ে গেলেন; মনে হলো যেন পুঁতির মালা গেঁথে ফেললেন আকাশে; যেন তারাকারাজি।

আহা! কি অভুতপুর্ব দৃশ্য! সেই দৃশ্য যারা দর্শন করল, তাদের চিত্তেও সংবেগ উৎপন্ন হলো; তাদের প্রত্যেকের অন্তরে এরূপ অর্হৎ ভিক্ষুণী হবার অদম্য বাসনার সঞ্চার হল। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর মতো অগ্রজা উপাধিলাভের প্রবলবতী ইচ্ছা জেগেছিল। কেউ কেউ এ দৃশ্য অবলোকন করে; সংসার ত্যাগ করে মহান ভিক্ষুণী সংঘে আত্মোৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সেদিনের ঋদ্ধি প্রদর্শন; লক্ষ-কোটি দেব-মনুষ্যের অন্তরে ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন করেছিল। এবার বুদ্ধ সকলকে অনুমতি দিয়ে বললেন-"তোমরা অজ্ঞানীদের অন্তরলোকে যথেষ্টই জ্ঞান দান করেছো। অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিয়েছ। তোমাদের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সময় উপস্থিত কিনা তা তোমরাই জানো।"

বুদ্ধের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধকে বন্দনা করে আপন নিবাস অরণ্য বিহারের দিকে রওনা হলেন। বুদ্ধ নিজে মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে অনেক পরিষদকে সাথে নিয়ে অরণ্যের বিহার পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বিহারদ্বারে পৌঁছলে মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের পাদমুলে মস্তক স্থাপনপুর্বক শেষবারের মতন পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করলেন। অন্য ভিক্ষুণীগণও অনুরূপভাবে বুদ্ধের পাদমুলে মস্তক স্থাপনপুর্বক পঞ্চাঙ্গে বন্দনা করলেন। অতঃপর তারা সকলে আপন আপন আসন গ্রহন করে অর্ধ-পদ্মাসনে বসলেন।

ভিক্ষুণীগণ পরিনির্বাপিত হবার জন্য সকল প্রস্তুতি যখন শেষ করলেন; তখনও বহু লোক বুক চাপড়াতে চাপড়াতে তাদের আবাসের দিকে ছুটে আসছিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তার প্রধান উপাসিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন-

"পুত্র-কন্যাগণ, ক্রন্দন করিও না। ক্রন্দন করা নামক মার রাজ্যে প্রবেশ করে নিজেকে দুর্বল করা ব্যতিত অন্য কোন সুফল নাই। কারন-দ্বারা উদ্ভুত সকল সংস্কার অনিত্য, বিয়োগান্তক ও বিপরীনামধর্মী হয়।"

তিনি আরো বললেন-" সংস্কার মাত্রই অনিত্য; আর অনিত্য মাত্রই দুঃখ; দুঃখ মাত্রই শেষ হয় কাঁন্নার মাধ্যমে। যাও, আপন গৃহে ফিরে যাও।" অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিলেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর পরিনির্বাণ

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললেন অন্তিমরাজ্যে পাঁচশত জন থেরী এবং মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তারা সকলে অষ্ট সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হয়ে রূপাবচর "প্রথম ধ্যান" থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নৈবসজ্ঞানাসজ্ঞায়তন ধ্যানে উন্নীত হয়ে গেলেন। সেখান থেকে আবার নামলেন। নামতে নামতে আবার প্রথম ধ্যানে উপনীত হলেন। প্রথম ধ্যান থেকে ক্রমে আবার পৌছলেন চতুর্থ ধ্যানে। চতুর্থ ধ্যানে পৌছার পরেই চতুর্থ ধ্যান থেকেই মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও তার পাঁচশত ভিক্ষুণী, অর্হৎ থেরী, পরম শান্তি নির্বাণ রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তারা সকলেই অনুপাদিশেষ নির্বাণে উপনীত হলেন। ধ্যানাসনে বসেই, ধ্যানাবস্থায় মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ পাঁচশত জন থেরী পরিনির্বাপিত হলেন।

তাদের মহাপ্রয়াণের সাথে সাথে পৃথিবী মহাগর্জন করে উঠলো। পৃথিবী থরথর থরথর করে কাঁপতে লাগলো। প্রচন্ড ভুমিকম্পে বসুন্ধরা কেঁপে উঠলো। আকাশ ভেদ করে বিজলী চমকাতে লাগল। আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। সুমেরু পর্বত ছোট একটা খেলনা পুতুলের মতন দোলতে লাগলো। মহাসমুদ্র গর্জন করতে লাগলো।

দেবতারা আকাশে স্থিত হয়ে রোদন করতে লাগলো। দেবতাগণ কাঁন্না করলেও অনেক আর্য-দেবতা সম্বেগপ্রাপ্ত হলেন। আর্য-দেবতাগণ বলতে লাগলেন-

"অরহতগণও পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যান। আমরা দেবতারা পৃথিবীর চেয়ে অনেক সুখকর জায়গা স্বর্গে থাকলেও আয়ুক্ষয়ে একদিন আমাদেরও স্বর্গের মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।" সম্বেগপ্রাপ্ত দেবতারা বলতে লাগলেন-

"অনিচ্চ বত সংখারা,
যথা যং বিলয়ং গতা।"

"সংস্কার ধর্ম সমুহ অনিত্য; সংস্কার মাত্রই বিনাশশীল, ধ্বংসশীল। সব কিছু একদিন ধ্বংসেই শেষ হবে।"

বুদ্ধ নিজেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবেন

দেবতারা এবং ব্রাহ্মরা বুদ্ধের কাছে এসে নিবেদন করলেন ঃ "বুদ্ধ ভগবান, আপনার মাসী এবং শাক্যবংশীয় পাঁচশত জন থেরী পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।" বুদ্ধ জানেন। তারপরও তারা বুদ্ধের কাছে এভাবে সংবাদ দিয়ে থাকেন। তখন বুদ্ধ আনন্দকে দিয়ে অন্যান্য ভিক্ষু-সংঘকে আহ্বান করালেন; এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ নিজে থেরীগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বুদ্ধের মনোভাব দেবরাজ ইন্দ্র বুঝতে পেরে চিন্তা করলেন- "আমরা বুদ্ধের সামনে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদেরও থেরীগণকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে।" অতঃপর দেবরাজ বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন- "যাও, পাঁচশতজন শাক্যবংশীয় থেরী এবং মহাপ্রজাপতির জন্য রথ তৈরী কর।"

থেরীগণদেরকে বিশ্বকর্মার নির্মিত দৈব স্বর্ণরথে তুলছেন। হাজার-লক্ষ-কোটি মানুষ-দেবতার সমাগমে; তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। বিউগলের করুণসুর ধ্বণিত হতে লাগল সর্বত্র; বৈশালী হতে সারনাথ; বারণসী হতে কপিলাবস্তু সর্বত্র করুন রোদন, নির্দয় হাহাকার। আকাশ হতে বর্ষিত হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি। কাঁকফাটা দুপুরের রোদও তখন শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে মর্ত্যলোকে। একত্রিশ চক্রবাল একসারিতে নেমে আসলো; ব্রাহ্মদেরও মানুষ দেখতে পাচ্ছিল; দেবতাদেরও মানুষ সমভাবে দেখতে পাচ্ছিল; নরককেও মানুষ দেখতে পাচ্ছিল। গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্য-চাঁদ সব যেন মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সব কিছুর আলো এক সাথে জ্বলছে। দিনও মনে হয়; রাতও মনে হয়। সবাই তখনো কাঁদছে।

সকল থেরীকে স্বর্ণ রথে তুলে দেওয়া হয়েছে। রথের সাথে সাথে সবাই চলছে মহাশ্মশানের দিকে। আগে আগে যাচ্ছে উপাসক-উপাসিকাসহ অসংখ্য মানুষের ঢল; তাদের পেছন পেছন যাচ্ছে দেবতারা; দেবতাদের পেছনে যাচ্ছে নাগেরা-অসুরেরা; তাদের পেছনে ক্রমান্বয়ে যাচ্ছে ব্রহ্মলোকের ব্রাহ্মরা। সবাইকে দেখা যাচ্ছে; কারন বুদ্ধের সামনে দেব-নাগ-অসুর-ব্রাহ্ম সকলে দিব্যরূপ ধারণ করেই চলেন। তাদের পশ্চাতে সেই পাঁচশত থেরীর শবদেহ। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর শবদেহ বহন করে চলছেন চার লোকপাল দেবরাজরা। চার নম্বর সারিতে সবার পেছনে হাঁটছেন ভিক্ষু-সংঘ, সারিপুত্ত, মহামৌদগলায়ন অগ্রশ্রাবক-মহাশ্রাবকগণ সহ বুদ্ধ স্বয়ং।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ পাঁচশত থেরীদেরকে শ্মশানে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় পোঁড়ানো হলো। অর্হৎ পাঁচশত থেরীগণের শরীরধাতু কুড়িয়ে নিলেন বুদ্ধের সেবক আনন্দ

স্থবির; পাত্রের মধ্যে রাখলেন সযতনে। পাত্রে রেখে সম্বেগ প্রাপ্ত হয়ে আনন্দ বললেন-

"গৌতমী নিদানং য়াতা; দয়্যঞ্চসসা সরীরকং।
সঙ্কেতং বুদ্ধ নিব্বানং, ন চিরেন ভবিসসতি।"

আনন্দ স্থবিরের হৃদয়ের দু'কুল চেপে আসছে কাঁন্না। তিনি সেই ক্রন্দন সুরে বললেন- "আহা! আমাদের গৌতমীও একশত বিশ বছর বেঁচে থেকে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। সকলেই নির্বাণে পৌঁছে গেলেন। এভাবে সকলেই চলে গেলেন। আমাদের পরম কল্যাণমিত্র, ত্রিলোকপুজ্য বুদ্ধও নিশ্চয় অনতিবিলম্বে পরিনির্ব্বাপিত হবেন।" আনন্দের অন্তরে জাগছে প্রগাঢ় দুঃখবোধ। আনন্দ স্থবির সেই সময়ে স্রোতাপন্ন ছিলেন। স্রোতাপন্ন চিত্তে তিনি হৃদয়াঙ্গম করলেন-"আহা ! সবাই মরে যাবে।"

আনন্দের সম্বেগপ্রাপ্ত উক্তির প্রত্যুত্তরে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ একটি গাথা ভাষণ করলেন ঃ

"মহতো সারবন্তসস, যথা রুকখসস তিটঠতো।
য়ো সো মহত্তরো খন্ধো; পলুজ্জেয়্য অনিচ্চতা।
তথা ভিক্ষুণীসংঘসস; গৌতমী পরিনিব্বুতা।

"বড় বড় বৃক্ষ অনেক বড় হয়। বৃক্ষের ডাল-পালা অনেক বড় হয়। বৃক্ষের ছায়ায় কতজনে কত আশ্রয় পায়! যতই মহৎ; যতই বৃহৎ; যতই বড় হোক না কেন; সেই বড় বৃক্ষও একদিন জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ধুলায় পতিত হয়। তদ্রুপভাবে, ভিক্ষুণী-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, ভিক্ষুণীসংঘের অগ্রজা, এই মহাপ্রজাপতি গৌতমীরও পরিনির্ব্বাণে যেতে হয়েছে।"

সাধু সাধু সাধু

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আনন্দ- শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির।

২. চুল্লবর্গ- (অনুবাদ) বিনয়াচার্য শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের।

৩. থেরী গাথা- (অনুবাদ) ভিক্ষু শীলভদ্র ।

৪. সুত্র সংগ্রহ -(অনুবাদ) শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথের।

৫. জাতক - (অনুবাদ) ঈশান চন্দ্র ঘোষ।

৬. জাতকসমগ্র- (সংকলন ও সম্পাদনা) সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ।

৭. দেশনা কল্পতরু - (১ম খন্ড) শ্রীমৎ উ পঞ্ঞা জোত থের।

৮. সিদ্ধার্থের জীবনী - ভদন্ত জে, তিলোকানন্দ ভিক্ষু।

৯. মহাকারুণিক বুদ্ধ - সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া।

১০. বুদ্ধের অভিযান - প্রজ্ঞানন্দ স্থবির।

১১. জাতক গুচ্ছ ও থের, থেরী, উপাসক-উপাসিকাদের জীবনী- শ্রীমৎ দেবমিত্র ভিক্ষু।

১২. ইন্টারনেট।

প্রতিশ্রুতিশীল যুব সমাজ আপন মেধা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে সদ্ধর্মের কল্যাণে যতই এগিয়ে আসবে, ততই সমৃদ্ধ, উন্নত ও উর্বর হবে সমাজ-শাসন। পরিশীলিত নব অবয়ব লাভ করবে বুদ্ধানুশাসন। তাই তরুন সমাজের সদ্ধর্মানুরাগ আমাদের আশাহত হৃদয়ের অলিন্দে প্রত্যাশার রৌদ্রকরোজ্বল আলোর বিচ্ছুরন ঘটায়। অমল বড়ুয়া তারই এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধ জনপদ আধার মানিক গ্রামের স্বনামখ্যাত জনুলোথকের বাড়ীর সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জম্ম গ্রহন করেন। তার পিতা সুদত্ত বড়ুয়া ও মাতা ছবি বড়ুয়া। এস, এস, সি সনদ অনুযায়ী তার জম্ম সন ২১ শে জানুয়ারী ১৯৭৯ইং। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোকপ্রশাসন বিভাগ হতে ৰাতক (সম্মান ২০০০ ইং) ও ৰাতকোত্তর (২০০১ ইং) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। তিনি আধার মানিক বুড্ডিষ্ট কালচারাল এন্ড ফ্রেন্ডশীপ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক এবং বর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। তার সহধর্মিনী তিন্নি বড়ুয়া এবং এক পুত্র নাম অরিজিৎ বড়ুয়া। ইতিপুর্বে আলোকিত মহাজীবন নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

সুর্য্যসেন বড়ুয়া (শঙ্কু)